সুধা ও সৌন্দর্য্য।

[কাব্য]

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রণীত।

"And what is writ, is writ—
Would it were worthier."
—*Byron.*

কলিকাতা।

১৮৯৬।

মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

CALCUTTA:

PRINTED BY A. C. BASU AT THE
MONICA PRESS,
51/2 SUKEA'S STREET.

&

PUBLISHED BY GURUDAS CHATTERJEE.
BENGAL MEDICAL LIBRARY,
201 CORNWALIS STREET.

ভুমিকা।

গত কয়েক বৎসর কার্য্যগতিকে যখন যেখানে ছিলাম তখন সেখানে থাকিয়া যে সমস্ত কবিতা লিখিয়াছি, অদ্য তাহার কতকগুলি এই 'সুধা ও সৌন্দর্য্যে' প্রকাশ করা গেল। কবিতাগুলির বয়সানুসারে তাহাদিগের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে পারি নাই; যেথানে যেটাকে সুবিধা পাইয়াছি, সেথানেই সেটাকে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

রসনা পরিতৃপ্তির জন্য মধ্যে মধ্যে এক একটা সনেট্ বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা দেওয়া হইয়াছে। বোধ হয় তাহা প্রীতিকর হইতে পারে। পুস্তকখানিকে যথাসম্ভব সুন্দর ও নির্ভুল করার বড়ই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যস্ততাবশতঃ নিজে সকল সময় প্রুফ দেখিতে না পারায় দু'এক স্থানে ভ্রম প্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা। সুতরাং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। আশা করি সহৃদয় পাঠক মাত্রেই তজ্জন্য মার্জ্জনা করিবেন।

কলিকাতা,
২৭ বাদুড়বাগান লেন।
২ আগষ্ট—১৮৯৬।

উপহার।

কি দিব গো উপহার ?

আমি যে অভাগা ঘোর, কেঁদে কেঁদে আয়ু ভোর,
কিছু নাই তব যোগ্য সংসারে আমার !
ভালবাসি ভালবাস', দুখে সুখে কাঁদ' হাস',
তাই ত আজও আছি জগত মাঝার !
পরাণ বোঝেনা ব'লে, শত বাধা পায়ে দ'লে,
যতনে গ্রথিত এই হৃদি-ফুল-হার,—
'সুধা ও সৌন্দর্য্য' ল'য়ে, এসেছি উন্মত্ত হ'য়ে,
বহু দিন পরে আজ নাহি মনে আর ?
জানিনা দেয় কি প্রীতি, তার গন্ধ নিতি নিতি,
অথবা উদ্রেক করে ঘৃণা অশ্রদ্ধার ;
তবুও সাহস কত, হৃদে ধরি অবিরত,
পারিবে না ফেলে দিতে স্মৃতি অভাগার !

২৮ জুলাই—১৮৯৬ ;
কলিকাতা।

সূচি পত্র।

সুধা ও সৌন্দর্য্য।

জন্মভূমির প্রতি।

"Breathes there a man with soul so dead,
Who never to himself hath said,
"This is my own, my native land !"
Whose heart hath ne'er within him burn'd,
As home his footsteps he hath turn'd,
From wand'ring on a foreign strand !"

——*Sir Walter Scott.*

১

আজ কত দিন পরে
যাইতেছি তব তরে,
আহ্লাদে উৎফুল্ল আঁখি বড়ই আমার ;
ভাবি শুধু মনে মনে,
দেখা পাব কতক্ষণে,
হবে শান্তি ক্ষণমাত্র দীর্ঘ পিপাসার।

২

হ'তেছে উদিত আজ
কত কথা হৃদি মাঝ,
কি এক কেমন ভাবে হৃদয় মাতায় ;—
ছিল যাহা স্তরে স্তরে,
সেই সেদিনের পরে,
যেদিন তোমার কাছে লইনু বিদায়।

৩

বিদেশে বিদেশী সনে,
কত দিন ক্ষুণ্ণ মনে,
যাপিয়ে কাতর বড় তাই যাই ধেয়ে,
বলিতে মনের কথা,
জুড়া'তে প্রাণের ব্যথা,
ভাঙ্গাসুরে তব কাছে ভাঙ্গাগান গেয়ে।

৪

কিন্তু মনে ভয় হয়,
তাই এবে এ সংশয়,
বিদেশীর কথা কিগো আদরে সুধিবে ?
শুষ্কদেহে অভাগার
সেচিবে কি বারিধার,
টানিয়ে কোলেতে নিয়ে স্নেহে চুমা দিবে ?

৫

শুনিয়ে মনের ব্যথা
মরমে মরমে গাথা,
আশ্বাসিবে মোরে কিগো ব্যথিত হইয়ে ?
বুঝাইবে সযতনে,
বসি একা নিরজনে,
প্রিয় কথা শত শত আমারে বলিয়ে ?

৬

অভাগা সন্তান তব,
চিরদিন ব্যথা সব',
জগতে জনম তার ব্যথাই সহিতে ;
তুমি ও কি তাই বলি
পায়ে ঠেলি যাবে চলি,
ফিরাবে না আঁখি আর বারেক দেখিতে ?

৭

স্নেহময়ী মাগো তুমি,
পুণ্যের পবিত্র ভূমি,
জীবনের একমাত্র শান্তির আশ্রয় ;
যবে তব কাছে যাই,
কত যেন তৃপ্তি পাই,
কত যেন পরাণের জ্বালা দূর হয় ।

৮

কত দিন কত মাস
তোমারি কোলেতে দাস
থাকিয়ে আরামে সুখে যতনে বেড়েছে ;
তাই সে ত বিদেশেতে
নূতন উদ্যমে মেতে,
তোমারি আদেশে হায় যাইতে শিখেছে !

৯

শিরে ধরি আশীর্ব্বাদ,
ত্যজি চিত্ত-অবসাদ,
বিদেশীর কাছে আসে জানিতে কেবল,
কেমনে তোমার খ্যাতি
লভিবেক দিবারাতি
জগত মাঝারে, হবে আনন্দে বিভল।

১০

মনেতে বাসনা তার,
জেন মাগো অনিবার,
শুনিবে তোমার নাম যেখানে সেখানে ;
কি সজনে কি স্বদেশে,
কি বিজনে কি বিদেশে,
গাবে তব প্রেমনাম সকলের কাণে।

১১

দীনহীন অকিঞ্চন
সে তোমার আজীবন,
সাধিতে মঙ্গল তব কিছু শক্তি নাই ;
তবু সাধ অনুক্ষণ,
করিব তা প্রাণপণ,
পরের দুয়ারে সে যে ভিক্ষা মাগে তাই ।

১২

অপরাধ ক্ষ'মো তার,
নামা'য়ো হৃদির ভার,
মুছা'য়ো নয়নজল অঞ্চল লইয়ে ;
বিদেশের অবিশ্রান্ত
শ্রমে হ'তো বড় ক্লান্ত,
ভুলিত সকল ব্যথা ও পদ স্মরিয়ে।

১৩

অভাগার এই ভিক্ষা,
সদা তারে দিও শিক্ষা,
কেমনে কর্ত্তব্য তার পালিবে জগতে ;
কলঙ্ক অর্পেনা যেন,
তব শুভ্র নামে হেন,
সুখ্যাতি গৌরব রাখে দৃঢ় বিধিমতে ।

১৪

যখন সে করপুটে
নিবেদিবে মুখ ফুটে,
অতীতের কথাগুলি তোমার চরণে,
তার পানে চেয়ে দেখো,
মা নাম বজায় রেখো,
কেমনে সে বলে কাঁদে তাহার স্মরণে।

১৫

মনে কিগো পড়েনাক'
আবদার স'য়ে থাক',
সে স্নেহ সে ভালবাসা চির অতুলন;
আমরা অবোধ যত,
ক্লেশ দেই অবিরত,
তবুত কর্ত্তব্যে কভু হওনা কৃপণ!

১৬

যে ক'দিন পারি হায়!
থাকিতে তোমার পায়,
থাকি যেন শৈশবের খেলাধুলা নিয়ে;
ভাই বোন সাথী সনে,
থাকি খুব হৃষ্ট মনে,
অসুখ অশান্তি চিন্তা পড়ে দূরে গিয়ে।

৬ মে—১৮৯৪,
নদীবক্ষ।

কেন বা এমন ?

"Where shall I grasp thee, infinite
Nature where"
—— *Goethe*.

১

কেন ফুল ফুটে কানন মাঝারে,
যদি ফুটে তবে থাকেনা কেন ;
ক্ষণেক থাকিয়ে সুবাস ছড়া'য়ে
কেন পুনঃ যায় ঝরিয়ে হেন ?

২

কেন চাঁদ হাসে নীলাকাশ তলে,
যদি হাসে তবে কেন বা কাঁদে ;
বারেক হাসিয়ে আবার লুকায়ে
কেন ক্লেশ দেয় অশেষ ছাঁদে ?

৩

কেন রবি উঠে পূর্ব্ব দিক হ'তে,
থাকে না বা কেন যদি বা উঠে ;
ক্রমশঃ ক্রমশঃ পশ্চিমের পানে
কেন বল হায় আবার ছুটে ?

৪

আজি যারা আছে কালিকে তাহারা
থাকেনা বা কেন কোথায় যায়,
কেন বা এমন প্রকৃতির খেলা,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন চায় ?

১০ সেপ্টেম্বর—১৮৯৪,
কলিকাতা।

৮ চোখোচোখি।

"Her angel's face,
As the great eye of heaven shined bright,
And made a sunshine in the shady place."

—*Edmund Spencer.*

১

কেন আজ তার সনে, নয়নে নয়নে,
পথমাঝে হ'ল দেখা ;
আমি ছিলাম যে ভাল, ঘটিল জঞ্জাল,
একি ভালে ছিল লেখা।

২

তারে দেখিব বলিয়ে, সাজিয়ে গুজিয়ে,
কত দিন আনমনে,
একা পথমাঝে গিয়ে, রহিনু দাঁড়িয়ে,
কত ক্লেশে প্রাণপণে।

৩

কিন্তু অভাগার ভালে, আছে কোন কালে,
সুদুর্লভ সুখোদয় ?
শুধু আশায় আশায়, হইবে গো সায়,
জীবনের অভিনয়।

৪

হায়! এক দিন (ও) তারে, পথের মাঝারে,
চোখে না দেখিতে পেয়ে,
ফিরি- তাম গৃহ পানে, ব্যাকুল পরাণে,
মরমের গান গেয়ে।

৫

ক্ষুদে হিয়াতলে মম, হ'ত যে বিষম
প্রজ্বলিত তুষানল,
তায় নিভা'বার আশে, ঢালিতাম ত্রাসে,
নিরধারা আঁখিজল।

৬

কিন্তু তাতে কি হইবে, তাবৎ দহিবে,
যাবৎ রহিবে হিয়া ;
এ যে তুষানল ঘোর, নাহি এর ভোর,
থাকিত সে লুকাইয়া।

৭

জ্বলি দারুণ জ্বালায়, শান্তির আশায়,
যতনে ধৈরয ধরি,
এনু এই দূর দেশে, উদাসীর বেশে
একা একী ত্বরা করি।

৮

ভুলি জগত সংসার, কর্ত্তব্যের ভার,
রোপিয়া হৃদয়-কুঞ্জে,
বড় গোপনে গোপনে, ছিনু সুখী মনে,
কত আশা-লতা-পুঞ্জে।

৯

কেহ দেখিতে পে'ত না, দেখিতে চে'ত না,
নীরবে বাড়িত তারা ;
আজ সবে অকস্মাৎ, হ'য়ে ঝঞ্ঝাবাত,
ছিন্ন ভিন্ন একাকারা।

১০

মনে ভেবেছিনু হায়! দেখিলে তাহায়,
বলিব চরণ ছুঁয়ে,
"ক্ষম প্রিয় দোষ তার, ঘুচাও হৃদির ভার,
অমনি মাথাটি নুয়ে ;

১১

"সে যে জ্ঞানহীন জন, তুচ্ছ অকিঞ্চন,
জানে না কারে কি বলে ;
কিসে কি যে ভবে হয়, কি সে কি যে রয়,
কেমনে জগত চলে ;

১২

"সে যে সকল ভুলিয়া, তোমাতে মজিয়া,
রয়েছে তোমারি ধ্যানে,
তুমি মুখ তুলে চাবে, হাতে স্বর্গ পাবে,
সদা শুধু এই জানে ,

১৩

"তার বড় সাধ করে, হৃদয় পিঞ্জরে
তোমারে পূরিয়া রাখে ;
সেই রমণীয়া অতি, মোহিনী মূরতি,
নিয়ত হেরিতে থাকে ;

১৪

"সব তুচ্ছ তার কাছে, জগতে কি আছে
একমাত্র তোমা ছাড়া ;
শুধু তোমারে সে জানে, তোমারে সে মানে,
কিবা সুখ এর বাড়া ?

১৫

কিন্তু মরমের কথা, মরমের ব্যথা,
কিছু নাহি বলা হ'ল ;
সাধ আশা একেবারে, গেল ছার খারে,
যে আক্ষেপ সবি র'ল ।

১৬

সে যে ক্ষণেকের তরে, দেখা দিয়ে পরে,
চঞ্চলা চপলা প্রায়,
মম নয়ন ধাঁধিয়া, মরমে মাবিয়া,
লুকা'ল মেঘের গায় ;

১৭

ফিরে চাহিল না পিছু, ভাবিল না কিছু
অটল হৃদয় মন ;
কভু যেন জগতের বিমল প্রেমের
পাইনিক' আস্বাদন । "

১৮

নিবু নিবু তুষানল, দ্বিগুণ বাড়ল,
করি হৃদি ঝালাপালা ;
একি বিধি বিধাতার, জগতে প্রচার,
জ্বালার উপরে জ্বালা !

১৯

কেন আজ তার সনে, নয়নে নয়নে,
পথ মাঝে হ'ল দেখা,
আমি ছিলাম যে ভাল, ঘটিল জঞ্জাল,
একি ভালে ছিল লেখা !

১৩ জুলাই—১৮৯৫ ;
কলিকাতা।

নৌকায়।

"Confusion dwelt in every face,
And fear in every heart ;
When waves on waves, and gulfs on gulfs,
O'ercame the pilot's art."

—*Addison.*

১

চল্‌রে চল্ নাবিক ভাই,
তাড়াতাড়ি বেয়ে চল্ ;
উঠ্‌লো বুঝি ঝড় ঝাম্‌টা,
শেষ কালেতে পাবি ফল্।

২

নীল গগনের একটি কোণে
এক খানা মেঘ আগে ছিল ;
দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড় হ'য়ে
সকল আকাশ জুড়ে নিল।

৩

নাচা'য়ে নীল নদীর জল
সাঁ সাঁ ক'রে বাতাস বয় ;
এক ঝাপটেই উল্‌টে যেন
নৌকা'খানা ফেলে দেয়।

৪

ঝড়ই তুফান ডাক্‌চে গাঙ্গে,
ভয় লাগেরে কোমল প্রাণে ;
দেখ্‌তে দেখতে প্রাণটা বা যায়
প্রবল নদীব মাঝখানে।

৫

ঐ দেখ্‌না ভাই গুর্‌ গুরিয়ে,
আসছে ঢেউ মোদের দিকে ;
সাবধানেতে নজর রেখে,
দে'নারে হা'ল ঝিকে ঝিকে।

৬

ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ে,
বাতাসে তা উড়ে নেযায় ;
পশু পাথী আদি সব
অনেকক্ষণ গেছে বাসায়।

৭

বিজলী হেসে মেঘের কোলে
আঁধার মাঝে আলো করে ;
ভয়ের উপর ভয় দেখা'তে,
কেমন কি এক রূপ ধরে।

৮

নাইরে গাঙ্গে পানসী ডিঙ্গী,
খালি বোঝাই ছিল যত ;
দিন থাক্‌তে ঝড়ের ভয়ে
সাম্‌লায়েছে মনের মত।

৯

চারিদিকে কেমন করে,
কেবল শব্দ হুড় মুড় ;
প্রাণের মাঝে কেঁপে উঠে,
কেবল করে হুড়হুড়।

১০

এই বেলা তুই সাম্‌লে চল্‌
করিস্‌নে আর হেলাফেলা ;
নতুবারে বেকায়দায় প'ড়ে
একটু পরে দেখ্‌বি ঠেলা।

৭ সেপ্টেম্বর—১৮৯২ ;
নদীবক্ষ।

অনুভূতি।

"Society, friendship, and love,
Divinely bestowed upon man."
—*Cowper.*

অবিচ্ছিন্ন সুখে তুমি প্রিয় পরিজনে
বেষ্টিত হইয়া দূর কর্ম্ম রঙ্গ স্থলে
কাটাও প্রাণের ভাই, বিভুর চরণে
অনুক্ষণ এ প্রার্থনা করি গো সকলে।
বাল্যের সে সব স্মৃতি কত সুখকর!
যবে মনে পড়ে আমি বিরলে বসিয়ে
ফেলি শুধু আঁখিজল—আকুল অন্তর
একে একে সব কথা ভাবিয়ে ভাবিয়ে।
এক স্থানে দুজনার ভবিষ্য জীবন,
করিব যাপন আহা বড় সাধ ছিল;
কিন্তু কে খণ্ডা'তে পারে বিধির লিখন?
আমি হেথা আর তোমা কোথায় রাখিল!
যেথানে যখন থাক' রেখো মনে ক'রে,
হৃদয়ের প্রান্ত ভাগে স্মৃতিটুকু ধ'রে।

৯ জুন—১৮৯৬,
কলিকাতা।

মনেরেখো।

" They say that Hope is happiness ;
But genuine Love must prize the past,
And Memory wakes the thoughts that bless :
They rose the first—they set the last . "

—*Byron.*

১

মনে রেখো সেই একদিন,
যেদিন প্রথম দেখা ,
উদয়ের সূত্রপাত হৃদি—
গগনে সুখের রেখা ।

২

মনে রেখো সেই একদিন
যেদিন তোমার করে
প্রাণখানি নীরবে নীরবে
সঁপে দিছি অকাতরে।

৩

মনে রেখো সেই সব দিন,
যতদিন মন সাধ,
সযতনে রেখেছি গোপনে,
পাছে কেহ সাধে বাদ

৪

মনে রেখো সেই সব দিন,
যেদিন আমার মত,
রেখেছিলে তুমিও গোপনে,
ভালবাসা অবিরত।

৫

মনে রেখো সেই সব দিন,
যখন সংশয়ে ঘোর
হাবুডুবু খেতেছিল কত,
দুজনার প্রেমডোর।

৬

মনে রেখো সেই একদিন,
যেদিন বুঝিনু দোঁহে,
খুলিবে না সে বন্ধন আর,
যাবে দিন মায়ামোহে।

৭

মনে রেখো সেই একদিন,
যেদিন দুজনে ব'সে
গণিয়াছি চাঁদিমা আলোকে,
কত তারা যায় খ'সে।

৮

মনে রেখো সেই একদিন,
যেদিন মানের ভরে
ক্লান্ত তুমি, সাধিগো যতনে,
আঁখি হ'তে বারি ঝরে।

৯

মনে রেখো সেই একদিন,
যেদিন তরণী বুকে,
কত কথা নিশীথ সময়ে,
হয়েছিল মুখে মুখে।

১০

মনে রেখো সেই সব দিন,
যখন সকলি মোর,
তোমাময় ছিল এ ধরায়,
মিলিত না দিতে ওর।

১১

মনে রেখো সেই সব দিন,
যখন তোমার সব
আমাময়, কাণে শুধু ভাল
লাগিত আমার রব।

১২

মনে রেখো সেই একদিন,
যেদিন বিরহ কথা
পশেছিল প্রথমে শ্রবণে,
মরমে পাইনু ব্যথা।

১৩

মনে রেখো আজিকার দিন,
যেদিন প্রথম সবে,
দুজনার মাঝে ছাড়াছাড়ি,
চিরতরে হ'ল ভবে।

৮ আগষ্ট—১৮৯৪;
কলিকাতা।

ভুল চুক।

"Nor all that tempts your wandering eyes,
And heedless hearts, is lawful prize,
Nor all that glisters gold !"

—*Gray*.

পরাণ সঁপেছি যারে আপন ভাবিয়ে,
সে ত দেখি কখনই আপনার নয়;
আপন হইলে কিহে আমোদে মাতিয়ে
সাজা দিতে হেনরূপে সদা ব্যগ্র রয়!

সুচারু চন্দন তরু বলিয়ে যাহায়
করেছি আশ্রয় হায়! কত আশাসুখে,
নিকটে আসিয়ে আজ হেরিগো তাহায়,
সে ত সে চন্দন নয় বিষভরা বুকে।
আপাতমধুর শুধু আগে বুঝি নাই,
মরু-মরীচিকাবৎ পূর্ণ ক্রূর হাসে;
দূর হ'তে দেখে প্রাণে কত আশা পাই,
কাছে গেলে ফেলে দেয় গভীর নৈরাশে।
কি বিষম ভ্রান্তি বল ঘটেছে জীবনে,
কেমনে হইব সুস্থ তাই ভাবি মনে।

১ জুলাই—১৮৯৫;
কলিকাতা।

শরতের পত্র।

"For here forlorn and lost I tread,
With fainting steps and slow;"

—*Goldsmith.*

বন্ধু হে,
সদা মম প্রাণাকুল, বুঝি বিধাতারি ভুল,
মরি আমি একা প'ড়ে সুখ স্বস্তি নাই;
তোমারো কি মোর মত, প্রাণ কাঁদে অবিরত,
হুহু করে মন মাঝে শুধু ভাবি তাই।

কবে যে হইবে দেখা, কপালে কি আছে লেখা,
কেমনে জানিব সব অদৃষ্টের ফের ;
সুখের শরত যায়, সবে হাসে নাচে গায়,
আমি একা মুখছবি হেরি বিষাদের।
সদা করি হা হুতাশ, নাহি আর সুখ-আশ,
সারাটা জীবন গেল দুঃখেতে কাটিয়ে ;
কে জানে কেমনে মোর, হবে এ দুঃখের ভোর,
ভাসিব আনন্দনীরে তো'সহ মিলিয়ে।
আহা কিবা চারু হাস, চারি দিকে পরকাশ,
হেরে সুখ দূরে থাক্ বাড়ে হিংসানল ;
তুমি যদি এ সময়ে, দেখিতে নিকটে র'য়ে,
কতই সুখের হ'ত আহা সে সকল।
কিছুই লাগেনা ভাল, কেবলি যন্ত্রণা জাল,
আছে ঘেরে একা পেয়ে আমারে হেথায় ;
কার্য্যে আর মতি নাই, অলস হয়েছি তাই,
এতদিন স্থিতি হেথা পরের ইচ্ছায়।
পড়া শুনা উঠে গেছে, কে যেন কে কেড়ে নেছে,
বইগুলা হেথা হোথা সদা প'ড়ে আছে ;
কে চায় তাদের দিকে, পূর্ব্বমত অনিমিখে,
কে বল যতনে আর ক'রে রাখে কাছে !
যবে বেলা অবসানে, একাকী আপনমনে,
প্রান্তরের ধারে যাই শান্তির আশায়,
তখন আরও মন, হয় মম উচাটন,
নিরাশ আসিয়ে ধেয়ে কেবলি কাঁদায়।

কচি কচি মনোহর, নয়নের তৃপ্তিকর,
শোভে ধানগাছগুলি সতেজ নধর,
মৃদুমন্দ বায়ু ভরে, দোলে কিবা থরে থরে,
এর মাথা ওর কাঁধে রাখি পরস্পর।
অনন্ত আকাশ মাঝে, সাদা রাঙ্গা কাল সাজে,
সাজি কত মেঘ যায় ভেসে বায়ু ভরে;
আশা হীন শূন্যপ্রাণে আরও নিরাশাদানে
কাঁদা'তে তাদেরো ব্যথা লাগেনা অন্তরে।
গ্রামের সে হুটাহুটি, মানুষের ছুটাছুটি,
এখানে কিছুই নাই সকলি নির্জন;
কেবলি যে দিকে চাই, সেদিকে দেখিতে পাই,
প্রকৃতির হাসি ভরা সুন্দর আনন।
আজি এ সৌন্দর্য্য রাশি, কাহারে দেখায়ে হাসি,
কে আছে নিকটে ভাই বলনা এখন;
আগে যারে দেখিতাম, কত ভালবাসিতাম,
আজি সে হয়েছে যেন কুরূপ কেমন।
ভাই বোন্ বাপমায়, স্নেহচোখে সদা চায়,
তবুও প্রাণের শান্তি অপূর্ণ সদাই;
তাঁদের নিকটে যদি, তোমা সহ নিরবধি,
থাকি তবে বোধ হয় পূর্ণশান্তি পাই।
তাও আর এ জীবনে, ঘটিবে না লয় মনে,
এরূপে এমন ভাবে সময় কাটিবে;
যাবে চ'লে যত আসে, জগতের ইতিহাসে
বিন্দুমাত্র স্মৃতি হায়! কারো না রহিবে।

পূজার উৎসবে মেতে, ছিলে সুখে দিনে বেতে,
আজও সুখের কিছু হয়নি লাঘব ;
তাই ব'লে অবহেলে, চিঠিটা দিওনা ফেলে,
প'ড়ে দেখো একবার যা লিখেছি সব।
নিতে আজ অভাগার, বিজয়ার নমস্কার,
ভুলনা ভুলনা ভাই শেষ নিবেদন ;
দূরে আছি ব'লে তাই, চিঠিতে লিখিতে যাই,
নতুবা দিতাম গাঢ় প্রীতি আলিঙ্গন।

১৪ অক্টোবর—১৮৯৭,
মুকুন্দপুর।

সাধের ফুল।

" The sweetest thing that ever grew
Beside a human door."
—*Wordsworth.*

নীরব নিভৃত প্রান্তে সংসার কাননে,
ফুটে ছিল ফুল এক সদা পড়ে মনে ;
হাসিত মধুর হাসি পবিত্র নির্ম্মল,
ফেলিত সলাজে কত প্রীতি-অশ্রুজল।
দূর হ'তে তার গুণে মোহিত হইয়া,
দিয়েছিনু তারে প্রাণ অজ্ঞাতে সঁপিয়া ;
কাছে গেলে সৌরভেতে করিত আকুল,
দেখা'ত প্রাণের ভাব স্বর্গীয় অতুল।

প্রতিদিন ভাবিতাম গাছ থেকে তারে,
তুলে নিয়ে রাখিব গো হিয়ার মাঝারে ;
কত দিন গেল তবু পারিনি তুলিতে,
রহিল কুসুম তথা আমারে দহিতে।
একদিন দুঃসাহসে ছুঁইনু যেমন,
অমনি ঝরিল তার ফুরাল জীবন।

১৭ অক্টোবর—১৮৯৫ ;
কলিকাতা।

কেঁদনা।

"My head is wild with weeping for a grief,
Which is the shadow of a gentle mind."
—*Shelley*

১

কেঁদনা কেঁদনা আর,
মুছে ফেল আঁখি জল ;
সংসারের এই রীতি,
জেন তুমি অবিকল।

* কোন আত্মীয়া কুলীন কন্যার শুভ বিবাহোৎসবের পর তাহার সর্ব্বপ্রথম শ্বশুরালয়ে গমন কালে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল।

২

তোমাব বিকার দেখে,
মনে বড ব্যথা পাই ,
কি জানি নীববে যেন
কোন্ দেশে ভেসে যাই।

৩

শবীবেব গ্রন্থি সব
খুলে যায় একেবাব ;
এ কঠিন হৃদিখানি
হ'য়ে যায় চুবমাব।

৪

এতদিন সুখে দুঃখে
বাপ মাব কাছে থাকি,
ভাই বোন্ সাথীগণে
সবাবে সুমুখে বাখি,

৫

কাটাইলে জীবনেব
একাংশেব লঘুভার,
না ভাবিয়ে—না জানিয়ে
সংসাবেব ব্যবহাব।

৬

মাতৃগর্ভ হ'তে তুমি
যেদিন ভূমিষ্ঠ বালা,
সেদিন দিয়েছ ঘোর
বাপ মার মনে জ্বালা!

৭

বাপ মার চিন্তা হ'ল,
কুলীনের ঘরে মেয়ে;
বর পাত্র মেলা ভার,
কেমনে হইবে বিয়ে।

৮

ক্রমে ক্রমে দিন যায়,
মাস আসে তাও গেল;
বিয়ের ভাবনা তব
একটু কমিয়ে এল।

৯

ধীরে সুস্থে হেসে খুসে,
হ'ল কয় বর্ষাতীত;
তুমিও বিবাহ কালে
হ'লে এসে উপনীত।

১০

এবে সেই চাপা পড়া
দারুণ বিয়ের জ্বালা ;
মনে প'ড়ে অকস্মাৎ
করিল রে ঝালাপালা।

১১

খোঁজ খোঁজ পাত্র এক,
যারে মেয়ে দে'য়া যাবে,
সুন্দর পুরুষ চাই,
তাহাতে কুলীন হবে।

১২

আছে পাত্র কিন্তু তারা
বলে দেবে ক'হাজার,
টাকা দিলে হ'তে পারে,
দেখে লাগে চমৎকার।

১৩

একে ত গরিব বাপ,
চোখে দেখা দূরে থাক্,
কাণেও শুনিনি কভু,
প্রাণ তার ফাক্ ফাক্।

১৪

কত বলা—পায়ে ধরা,
অবিরাম আনাগোনা ;
বলে তারা চোখ্ খেয়ে,
দেবে কত ভরি সোণা।

১৫

কষ্টে স্বষ্টে ম'রে পুড়ে,
যা'য়া যায় কতবার ;
গুমরে কয় না কথা,
শুধু করে তিরস্কার।

১৬

ধিক্ টাকা, ধিক্ বলা,
ধিক্ তার কুল নাড়া ;
সেথানে হবে না বিয়ে,
কিবা আর এর বাড়া !

১৭

কুলশীল খুব ভাল,
আছে হেন ছেলে কত ;
কিন্তু হ'লে হয় কি তা,
সুবিধা সে নয় তত।

১৮

মর বাঁচ মেয়ের বিয়ে,
দিতে হবে ন্যায্য ঘরে ;
আছে প্রথা কতকেলে,
অন্যরূপ কেবা করে ?

১৯

সমাজের অনুবোধে,
পিতা মাতা নিরদয়,
অযোগ্য পাত্রের সনে,
দিয়ে দেয় পরিণয়।

২০

নহিলে যে যাবে মান.
জেতে নীচু হ'তে হবে,
কেমনে তা বল হয়,
চির দিন খোঁটা রবে।

২১

ভাগ্যে তাই সেদিনেতে
পাত্র এক স্থির হ'ল ;
কুলীন সুন্দব সেও,
অল্পে স্বল্পে তুষ্ট ব'ল।

২২

তাই তাকে বাড়ী এল,
বাপ তব সাথে নিয়ে ;
নিশ্চিন্ত হইবে বলি,
তোমার বিবাহ দিয়ে।

২৩

তুমিও শুনিলে বাপ
এনেছে জামাই ধ'রে ;
সুন্দর কুলীন এক,
একেবারে সাথে ক'রে।

২৪

আড়ালে আড়ালে থাকি
এই শুধু পরিচয় ;
বিবাহ না হ'তে সবে
তারে তব পতি কয়।

২৫

আসিল বিয়ের কাল,
হ'ল তব শুভ বিয়ে ;
সাধাসাধে তুষ্ট তুমি,
প্রাণ তারে সঁপে দিয়ে।

২৬

ফেলিলে চোখের জল,
ভবিষ্যৎ ভাবনায় ;
এখানের যত কিছু,
এখানেই রবে হায় !

২৭

সমস্ত শরীর দিয়া,
বহিল তাড়িত তব ;
এক ছিলে আর হ'লে,
দেখ রূপ অভিনব।

২৮

তোমার সারল্যে ধন্য,
ধন্য তব স্নিগ্ধ প্রাণে ;
তুষ্ট কিবা হ'লে অন্যে,
সহসা জীবন দানে !

২৯

কেন তবে কাঁদ মিছে,
কেঁদনা কেঁদনা আর ;
সংসারের এই রীতি,
জেন হেন এ সংসার।

৩০

আজনম পিতৃকুলে,
ছিল আহা যে বন্ধন!
বিবাহ সে বন্ধনের,
পুণ্যময় বিশ্লেষণ।

৩১

চিরসাথী ভাবি যারে,
সঁপেছ পরাণ ধ'রে,
তাহার সহিত যেতে
কেন কাঁদ হেন ক'রে?

৩২

কি ব'লে বুঝাব তোমা,
বুঝাবার ভাষা নাই;
যাহাতে বুঝিবে তুমি,
হেন ভাষা কোথা পাই!

৩৩

এ পৃথিবী অবিরত,
ঘুরিছে যেমন হায়!
তেমনি পার্থিব সব,
ক্ষণে ক্ষণে ঘুরে যায়।

৩৪

এই আছি এই নাই,
এই এক এই আর ;
অদল বদল সদা,
কিবা বিধি বিধাতার !

৩৫

মনুষ্য জীবন গতি,
তাও ঘুরে ফিরে বয় ;
নশ্বর জগতে কিছু,
স্থির থাকিবাব নয়।

৩৬

আজ সুখী, কাল দুঃখী,
পরশ্ব অন্যথা হয় ;
আজ শিশু, কাল যুবা,
পরশ্ব যে বৃদ্ধ কয়।

৩৭

এ পরিবর্ত্তন শীল
জগতে কিছু না রবে,
স্থিব শান্ত অনিবার,
এক যাবে আর হবে।

৩৮

আমি তুমি আদি করি,
        পার্থিব জিনিষ যত,
সবে এ নিয়মাধীন,
        রহিব হে অবিরত।

৩৯

এ পরিবর্ত্তনে হায়!
        কিছু নাহি কাঁদিবার;
তবে কেন কাঁদ মিছে,
        কর এবে হাহাকার?

৪০

সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক,
        ভবিষ্যৎ আলিঙ্গিতে.
কাতর হ'য়ো না হেরি,
        পূর্ব্বস্মৃতি চারিভিতে।

৪১

নিশ্চিত জানিবে মনে,
        সেখানে পাইবে তত,
স্বদেশের প্রিয় দ্রব্য,
        যাও ফেলি আজ যত।

৪২

নূতন সংসার এক,
পাতাবে বাঁধিয়ে হিয়ে,
শ্বশুর শ্বাশুড়ী আর,
দেবর ভাসুর নিয়ে।

৪৩

দুদিনের মধ্যে পাবে,
নব নব বন্ধু কত,
হাসিবে মনের সুখে,
থাকিবে আমোদে রত।

৪৪

কেঁদনা কেঁদনা আজ,
দৃঢ়রূপে বাঁধ' হিয়া,
পতি সনে যাও চলি,
বাধা বিঘ্ন মধ্য দিয়া।

৪৫

বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ,
ভূত আদি ভাবনায়,
আমাতে থাকি না আমি
প্রাণ যেন কোথা যায়।

৪৬

আগে তব হৃদি টুকু,
এক ছিল দুই হ'ল ;
আবার কালেতে ক'রে,
এক হবে দেখিবে লো।

৪৭

সংসারের এ সকল,
অভিনয় রীতি নীতি,
দেখে সদা প্রাণ গায়
বিজনে বিষাদ-গীতি।

৪৮

যে জন আপন ধন,
সে জন হইবে পর ;
দেখিলে না চেনা যাবে,
এ কেমন রুচি কর!

৪৯

হাসিতে হাসিতে যাও,
সব ভুলে পতি সনে ;
কেঁদনা ভেবনা আর,
এ সকল বিস্মরণে।

৫০

অনন্ত কালের অন্ত,
কে বুঝিতে পারে বল ,
যা হবার তাই হবে,
কাঁদিয়ে কি হবে ফল !

৫১

যে কুলে জনম তব,
কলঙ্কী ক'র না তারে,
আদর্শ রমণী হ'য়ে,
থাকিও গো এ সংসারে।

৫২

সংসার বিষম বড়,
অনন্ত বিপদ ময ,
সকলি বিষাদে ভরা,
কিছুতে না সুখ রয়।

৫৩

সাবধানে যেও চলি,
বাধা বিঘ্ন অবহেলি ;
জঞ্জাল কণ্টক যত,
একে একে দূরে ফেলি।

৫৪

সরল সাত্ত্বিক ভাবে,
চালা'য়ো জীবন গতি ;
পরার্থে পরাণ দিও,
পতি পদে রেখো মতি।

১৮ মে—১৮৯৭,
মুকুন্দপুর।

কতদিন প্রিয়তম।

"Love is a sickness full of woes,
All remedies refusing,
A plant that with most cutting grows,
Most barren with best using.'
—*Samuel Daniel*

কত দিন প্রিয়তম দেখেছি তোমায়,
তবু ত দেখার সাধ মিটেনা আমার ;
যত দেখি তত যেন সাধ বেড়ে যায়,
একি গো নেশার দায় ঘুচিল না আর !
দূর দেশে থাকি যবে তোমায় ছাড়িয়ে,
ভাবি মনে একবার ক্ষণেকেরো তরে,

তোমারে দেখিতে পেলে নয়ন ভরিয়ে,
আর কভু কাঁদিব না, র'ব সুখ ভরে।
কিন্তু হায়! বাসনার নাহিক নির্ব্বাণ,
যত পাই তত চাই ঘোর আত্মহারা;
মানুষ করিতে পারে স্বার্থে বলিদান?
মরে তবু স্বস্তি তবে কেঁদে হয় সারা।
না দেখে ততই ভাল যত দিন যায়,
সুখ চেয়ে থাকা ভাল সুখের আশয়।

২২ জানুয়ারি—১৮৯৬
কলিকাতা।

তুমি।

"How many tedious days and nights are past,
Since I was suffer'd to behold you last"
— * * *

১

তুমি এক হৃদয়ের ধন,
কথনও নহত অন্তর;
হেরিয়ে তোমার মুখ, পাইতাম কত সুখ,
পড়িত আনন্দ-অশ্রু বহি দর দর।

২

নিশিদিন তোমায় শুনা'য়ে,
গাহিতাম মরমের গান ;
সুমধুর আলাপনে, তব সহ নিরজনে,
আনন্দেতে একেবারে বিভোর পরাণ।

৩

কত দিন নীরব নিশীথে,
থাকিতাম তব অপেক্ষায় ;
আকাশের পানে রাখি, শ্রান্ত ভ্রান্ত দুটী আঁখি,
ব্যথিত হইত মন কত ভাবনায়।

৪

সদা তব সুখের আশায়,
পোড়া মন রহিত ব্যাকুল ;
কিসে তুমি সুখী হবে, নিয়ত প্রফুল্ল রবে,
ঝরিবে হৃদয় হ'তে বাসনার ফুল।

৫

সোণামুখে হাসি দেখা দিলে,
মণি মুক্তা পড়িত ঝরিয়ে ;
সতত নিরাশা ময়, অবিতৃপ্ত এ হৃদয়,
কি এক স্বর্গীয় ভাবে উঠিত মাতিয়ে !

৬

সুকোমল অধর-পল্লবে,
প্রকাশিলে বিষাদের রেখা,
হৃদিটুকু ভেঙ্গে যেত', দুঃসহ বেদনা পেত',
কেঁদে কেঁদে সারা হ'ত শুধু একা একা।

৭

বড় সাধ নয়নে নয়নে,
রেখে দেই তোমায় নিয়ত;
কিন্তু তুমি কাজে যেতে, আমায় ছাড়িয়ে যেতে,
অভিমানে ফুলে ফুলে কাঁদিতাম কত।

৮

আর আজ ক'মাসের পথ,
আছ তুমি আমারে ফেলিয়ে,
ভাবিলে সে সব কথা, মরমেতে পাই ব্যথা,
একেবারে হৃদি-তার যায় গো ছিঁড়িয়ে!

৯

প'ড়ে আছে সেই ঘর বাড়ী,
প'ড়ে আছে সেই সমুদয়;
কেবল তুমিরে নাই, হয়েছে এখন তাই,
সে সুখের স্থান আজ ঘোর দুঃখময়।

১০

রোগ শোক পূর্ণ এ সংসারে,
দোঁহে এক রব' আজীবন ;
মিলে মিশে সারাবেলা,　　খেলিব প্রেমের খেলা,
সে সব দেখিগো আজ শুধুই স্বপন !

১১

কিছু আর লাগেনাকো ভাল,
সুখহীন তোমার লাগিয়ে ;
ইচ্ছা করে ছেড়ে যাই,　　একেবারে সেই ঠাঁই,
যে দেশে গিয়েছ তুমি এ দেশ ছাড়িয়ে।

১২

কিছু আর সাথী নাই এবে,
আঁখি ধারা সাথী শুধু রয় ;
দিবানিশি তারে ল'য়ে,　　তারি সনে কথা ক'য়ে,
কাটি আমি মহাকাল অনন্ত অক্ষয়।

১৩

শুধু কাজ—ভাবনা—ভাবনা,
দিবানিশি হা হুতাশ সার ;
জানি না এরূপ ভাবে,　　আরো কত দিন যাবে,
সহিব দুর্ব্বহ গুরু হৃদয়ের ভার !

১৪

জীর্ণ শীর্ণ বিকল শরীর,
ক্লান্ত হৃদি বিরহ-ব্যথায় ;
সত্বর শান্তির আশে, যাইতে তোমার পাশে ;
সাধ যায় নাহি পারি থাকিতে হেথায়।

১৫ জানুয়ারী—১৮৯৩ ;
টাকী।

দূরস্থ বন্ধুকে।

"Friend of my bosom, thou more than a brother,
Why wert not thou born in my father's dwelling"
—*C. Lamb*.

১

আহার করিয়া আসি * * * লইয়া
পড়িতে বসিনু যেই কত কি ভাবিয়া,
অমনি তোমার কথা, মনে প'ড়ে বড় ব্যথা
লাগিল পরাণে হায়! ফেলিনু কাঁদিয়া।
বুঝিনাকো রীতি তব, নিত্য নিত্য অভিনব,
শেষ কথাগুলি আজি রহিলে ভুলিয়া!
চিঠি দিও, চিঠি দিও, মনে রেখো, না ভুলিও,
এবে একি কর ভাই দেখনা চাহিয়া!

২

যেদিন তোমারে সবে দিয়েছি বিদায়,
সেদিন হইতে মোরা কত ভাবনায়,
হয়ে গেছি বিমলিন, কেঁদে কেঁদে নিশিদিন,
সে সব আজিকে আর ফোটে না কথায়।
প্রাণের * * * তব, কথা আর কিবা কব,
তোমারে ছাড়িয়ে সে যে পাগলের প্রায় ;
শুধু করে হাহাকার, নিরজনে অনিবার,
ভ্রূক্ষেপ করে না কারো শান্তির কথায়।
দেখা যে পাইব কবে, পরাণ প্রফুল্ল হবে,
উদিবে সুখের শশী নিলীমের গায় ;
প্রাণের * * * সহ, তাই ভাবি অহরহঃ,
এরূপে থাকিতে আর পারিনে হেথায়।

৩

তুমিও কি ভাব' তাই ক্ষণেকেরো তরে,
আমাদেব মত তব পরাণ বিদরে ?
কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন, তুমিও কি ভেবে ক্ষীণ,
সেখানে কিছুই নাকি তব মনে ধরে ?
পডা শুনা তোমারো কি, সকলি রহিল বাকী,
দিবস কাটিল বৃথা দিবসের পরে ?
আমাদের মত কিহে, চেয়ে থাক অনিমিখে,
শূন্য পথে অনুক্ষণ আকুল অন্তরে ?

৪

স্বদেশে মায়ের কোলে বড়ই যতনে,
বোধ হয় প্রিয়তম আছ ফুল্ল মনে ;
সোদর সোদরা যত, দেয় প্রীতি নিত্য কত,
আদরে বিলায় স্নেহ আত্মীয় স্বজনে।
পাড়া প্রতিবেশীগণ, তোষে তোমা অনুক্ষণ,
সুখ শান্তি পূর্ণ কত আশ্বাস বচনে ;
নীরব সাঁঝের বেলা, চাষাদের ছেলেখেলা,
কত সুখে সুখী করে তোমারে গোপনে।
মা কি গো আগের মত, স্নেহ দান করে তত,
ভোলেনি কি এত দিনে প্রবাসী নন্দনে ;
প্রাণের ভগিনী ভায়া, তারাও ত করে মায়া,
সদা চায় অভাগারে দেখিতে নয়নে ?
অতীতের সুখস্মৃতি, মনে ক'রে নিতি নিতি,
ভাসে কিগো বন্ধুগণ আঁখির প্লাবনে ;
সেই সব—সেই সব, মধুর সান্ত্বনা রব,
কবে শুনে জুড়াইব হৃদয় জ্বলনে ?

৫

আমরা এখানে পড়ি জ্বলি যে জ্বালায়,
বলিতে সে সব কথা বুক ফেটে যায় ;
নিশিদিন একা একা, তোমাদের নাহি দেখা,
আপ্লুত করে গো হিয়া বিষাদ বন্যায়।

দিবসের পরে হয়, পুনঃ নিশি সমুদয়,
নিশি শেষে দিবাভাগ আসে পুনরায় ;
কিন্তু কেহ এ বিদেশে, একবারো কাছে এসে,
ভুলেও মোদের নাহি কুশল সুধায় !
সকলই স্বার্থপর, অহঙ্কারী ঘোরতর,
সরলতা—ভালবাসা—জানে না ধরায় ;
বিষকুম্ভ পয়োমুখ, বজর পাষাণ বুক,
পর দুঃখে কখনও ভেজে না দয়ায়।
সদাই আপন মনে, বসে থাকি নিরজনে,
তাদের দূরেও দেখে মরিগো ঘৃণায় ;
কবে যে এড়াব পাপ, এ দারুণ মনস্তাপ,
বুঝেও বুঝি না সখে হায় ! হায় ! হায় !

৬

বেঁধে মারে অহরহঃ কি করি উপায়,
সহিতে পারি না প্রাণ গেল যাতনায় ;
বলিতে কি তুমি ভাই, হাঁপ্ ছেড়ে দিয়ে তাই,
বাঁচিয়াছ দেশে গিয়ে চির খোলা বায়।
আছি যেন একখানা, পিঁজরায় পোষ মানা,
কিনতু এ অধীনতা কভু না পোষায় ;
আমরা বনের পাখী, বনেতেই ভাল থাকি,
কাজ কি এ খা'য়া দা'য়া সোণার খাঁচায় !
সেখানে আমোদে মেতে, দেখিব কি দিনে রেতে,
ভাই বোন্ প্রিয়তম শৈশব সখায় :

জনক জননী স্নেহে, হইব বর্দ্ধিত গেহে,
ভাসিব অপার সুখে প্রীতির গঙ্গায়।
তুমি বড় ভাগ্যধর, হে সুশীল বন্ধুবর,
রহিয়াছ আকাঙ্ক্ষিত বনের বাসায়,
স্বাধীন প্রফুল্ল মনে, জনক জননী সনে,
যদিও আমরা দূরে কি প্রাতে সন্ধ্যায়।

৭ অক্টোবর – ১৮৯৫ ;
কলিকাতা।

কেন কাঁদি ?

"O ! thus abandoned to despair
I've naught but grief for me ,
My life a wilderness appear
Overgrown with misery. "
—*Michael.*

কেন কাঁদি তাই সই সুধাও আমায় ;
জানিলে না সুখনিশি পোহায়েছে কবে !
আমাসম আর যেলো মিলে না ধরায় ;
সে সব কথায় আজ বুঝা'তে কি হবে ?
জানি না সংসার সুখ কাহারে যে বলে,
শব্দমাত্র শুনি শুধু মানুষেব মুখে ;

আকাশ পাতাল কত বসিয়ে বিরলে
ভাবি, ফেলি আঁখিজল মরমের দুঃখে।
মনে পড়ে মার সেই অকৃত্রিম স্নেহ,
ছোটবেলা—খেলাদেলা—সরস অন্তর,
হাসিখুসি—জড়াজড়ি—সাথীদের গেহ,
দেব সনে পরিণয়—কথা পরস্পর।
আঘাত গিয়েছে টুটে দাগ আজো আছে,
প্রণয় গিয়েছে নিবে স্মৃতি ফিরে পাছে।

১৯ জুলাই—১৮৯৬;
কলিকাতা।

রমণী।

"Oh woman; lovely woman; nature made thee
To temper man; we had been brutes without you.
Angels are painted fair, to look like you;
There's in you all that we believe of heav'n
Amazing brightness, purity and truth,
Eternal joy, and everlasting love."

—*Otway.*

১

তুমি নিরমল চাঁদের পারা,
জীবনের সুখের নির্ঝর;
যাবৎ রহিবে ধরা, সারল্য মাধুর্য্য ভরা,
রবে তুমি বোঝে নাকো নিঠুর বর্ব্বর।

২

সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায়,
ওতপ্রোত যবেগো হৃদয় ;
তোমার নিকটে গিয়ে, কত যেন স্বস্তি নিয়ে,
ভুলে যাই একেবারে সব সে সময়।

৩

স্নেহ, দয়া, ক্ষমার আধার,
তব সম মিলে না ধরায় ;
তুমি জ্ঞান শান্তি তৃপ্তি, অনন্ত অক্ষয় প্রীতি,
স্বার্থশূন্য ভালবাসা, প্রাপ্ত তপস্যায়।

৪

এ সংসার কুটিলতাময়,
হেথা শুধু পাপ কোলাহল ;
অধর্ম্মের নিত্য জয়, ধর্ম্ম সদা পায় লয়,
ঘরে ঘরে নিদারুণ জ্বলে হিংসানল।

৫

যে সকল বুঝেও বুঝ না,
নিজ কাজে কাতর না হও ;
কত দুঃখ ক্লেশ পেয়ে, শূন্যপথে চেয়ে চেয়ে,
নরের কল্যাণে তবু সদা রত রও।

৬

এ সংসার কর্ম্মভূমে সদা,
তুমি দৃঢ় কর্ত্তব্যের মূল ;
তোমাতে কর্ত্তব্য শিক্ষা, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি দীক্ষা,
মায়া মোহ ভালবাসা সম্মান বিপুল।

৭

একমাত্র দুশ্ছেদ্য বন্ধন,
মানুষের নশ্বর জীবনে ;
কতই কৌশল ক'রে, রাখ গো সকলে ধ'রে,
মিলাও সংসার সুখ অতীব যতনে।

৮

এ জগতে কাঙ্গাল যে জন,
সেও আহা তোমার কৃপায়,
ভূতলে অতুল সুখে, থাকি সদা হাসি মুখে,
আপনার লীলা যত সব করে সায়।

৯

যে নৃপতি ধনী মহাজন,
নাহি চাও যদি পানে তার,
একটুও মুখ তুলে, হৃদয় কবাট খুলে,
তাহ'লে সে চারিদিকে দেখে গো আঁধার।

১০

গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মী তুমি,
সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসের মূল ;
যখন যে দিকে চাই, তোমারি অস্তিত্ব পাই,
এ জগত তোমাতেই বাধা জানি স্থূল।

১১

মেঘময় জীবন অ'কাশে,
তুমি ত অচল ধ্রুবতারা ;
থাকি দূরে অনুক্ষণ, কর সুখে নিরূপণ,
মানবের শুভাশুভ হ'য়ে আত্মহারা।

১২

কবিদের কল্পনাব স্থান,
রজনীতে নিশার স্বপন ;
তুমি ত আছগো তাই, এ জগত সুখ ঠাই,
হাসি আজো ঘবে ঘরে কবেগো নর্ত্তন।

১৩

তুমি যদি না থাকিতে হেথা,
সমুদয় হ'ত মরুময় ;
চারিদিকে হাহাকার, বিকট শ্মশান সার,
সুখ শান্তি এককালে পাইত বিলয়।

৪ জুন –১৮৯৬,
কলিকাতা।

গান শুনিয়া।

"O Love! who bewailest
The frailty of all things here,
Why choose you the frailest
For your cradle, your home and your bier"
—*Shelley.*

১

কেরে তুই গা'স্ গান, মাতা'য়ে বিরহী প্রাণ,
আজি এ নিশির শেষে ;
দারুণ বিরহ জ্বালা, করে দুনো ঝালাপালা,
আঁখিনীরে মরি ভেসে।

২

আমার এ ভাঙ্গা প্রাণে, হানিস্‌নে প্রেম গানে,
দারুণ বিষের বাণ ;
টানিতে হৃদয়-তার, এ রকমে বার বার,
হ'স্‌নেরে আগুয়ান।

৩

তোরি গান শুনি আজ, দুরন্ত স্মৃতির সাজ,
জাগিয়ে উঠেছে হায়!
বিস্মৃত কেমনে হব, প্রাণেশের কথা সব,
তাই ভাবি পুনরায়।

৪

যতই বরষ মাস, প্রাণের নিভৃত আশ,
যেতেছিল পরে পরে,
অতীতের পানে ধেয়ে, মরমের গা'ল্ খেয়ে,
অবিরাম অকাতরে ;

৫

ততই দুর্ব্বহ ঘোর, হৃদয়ের জ্বালা মোর,
বহুদূর প্রশমিত,
কেঁদে কেঁদে দিবারাতি, নয়নের পূর্ব্বভাতি,
ক্রমে প্রায় নির্ব্বাপিত।

৬

এখন কাঁদিলে কষ্ট, হয় না দেহ আড়ষ্ট
চির সাথী আঁখি জল ;
ববঞ্চ ছাড়িলে তারে, ভাসি দুঃখপারাবারে,
হিয়া করে টলমল।

৭

এ জীবন একা একা, (তার সনে সেই দেখা),
কেটে গেল হায় ! হায় !
আসিব বলিয়ে গেল, আর নাহি ফিরে এল,
কত যুগ ব'য়ে যায়।

৮

সদাই আপন মনে, থাকিতাম নিরজনে,
কত কি যে ভাবিতাম;
সুখের কল্পনা কত, প্রাণের মন্ত্রণা শত,
অবিরত কবিতাম।

৯

কে তুই আঘাত দিয়ে, শুষ্কপ্রায় ক্ষত হিয়ে,
বেদনা বাড়া'য়ে দিলি ;
সাধ ক'রে কেন বল, করিলি হেন বিকল
শান্তিটুকু কেড়ে নিলি ?

১০

তাঁরি পদে অনুক্ষণ, করি আত্ম-সমর্পণ,
যাপি আমি মহাকাল ;
ভাবি দেখা পাব কবে, এ দুঃখের শেষ হবে,
আর না জ্বলিবে ভাল।

১১

অনর্থক ক্লেশ দিয়ে, তোরও কি সুখী হিয়ে,
তুইও কাঁদা'তে চা'স্ ?
কার কাছে তবে যাব, বিরহ সঙ্গীত গাব,
ব'লে দে তখন গাস্।

১২

না, না, না আমার কথা, পাগলিনী মর্ম্মব্যথা,
শুনিস্‌নে কোন মতে ;
নিজ মনে গান গেয়ে, প্রাণের আরাম পেয়ে,
চ'লে যাস নিজ পথে।

১৩

এ জগত মাঝে যার, নাহি কেহ ফেলিবার
আঁখিজল এক কণা,
তাহার মরণ ভালো, যদিও তা হয় না লো,
বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা।

৮ সেপ্টেম্বর—১৮৯৩ ;
মুকুন্দপুর।

সহযাত্রী।

"All the world's a stage,
And all the men and women merely players"
—*Shakespeare*

কবে কত দিন হ'ল, স্বপনের মত
মনে পড়ে আসিয়াছি বহু দূর থেকে,
বিধির বিপাকে হেথা মিলে জন কত,
কপটতা পরুষতা মলিনতা মেখে।

নূতন আশ্রম এক বাঁধিয়ে যতনে,
মায়াপাশে বদ্ধ হ'য়ে সবে পরস্পর,
অনিত্য জীবন যাপি কিসের সাধনে,
কিছুই জানিনা সদা তৃষিত অন্তর।
কেহ কেহ চ'লে যায়, তাহাও দেখিয়া
ভাবি সব চিরস্থায়ী নহে ধ্বংসশীল,
কি এক ঘুমের ঘোরে যাইগো ভাসিয়া,
যেন স্থির ভাঙ্গিবে না হেথাকার মিল।
খেলা ধূলা যদি সব ফুরায় নিশ্চয়,
তবে কেন তার লাগি ব্যাকুল হৃদয়!

২৬ ফেব্রুয়ারী—১৮৯১;
কলিকাতা।

আকাঙ্ক্ষা।

"They sin who tell us Love can die.
* * * *
Its holy flame for ever burneth."
—*Southey.*

১

আজো মনে সাধ
একবার হেরি গো তাহায়;
ক্ষণেকের তরে
তার সনে মিশে যাই হায়!

২

আমোদে মাতিয়ে
অদূরের সৈকত পুলিনে,
আগেকার মত
খেলি দোঁহে উৎসবের দিনে।

৩

পরাণ জুড়াই
দিবানিশি তার সনে থেকে ;
এ পোড়া পরাণ
পুনবায় তার কাছে রেখে।

৪

বুঝেও বুঝি না
এ সকল ঘটিবে না আব ;
আশাও ছাড়ে না
ঘেরে আছে সদা চারিধার।

৫

তাবি আশে আজ
অনর্থক কত দিন গেল ;
তবুও এখনো
মন সাধ কিছু না মিটিল !

৬

বুঝি বা জনম
এ রকমে শুধু কেটে যাবে ;
আকাঙ্ক্ষা লালসা
সমুদয় রবে সমভাবে।

৭

যদি কভু আর
নাহি পূরে মনের বাসনা,
তবে কিবা ফল
ভেবে সদা তাহারি ভাবনা!

৮

আশা তুমি যাও
দিওনাকো ব্যথা প্রাণে আর ;
আকাঙ্ক্ষা লালসা,
চ'লে যাও যে পথে যাহার।

৯

উদ্দেশ্য বিহীন
থাকি আমি যে ক'দিন পারি ;
কত যে কেঁদেছি
তার লাগি, যাই বলিহারি।

১০

অথবা যেওনা
দূরে আজি ত্যজি অভাগায়;
দুর্দ্দিনের সাথী
অভাগার তোমরা ধরায়!

১১

ত্যজি গেলে তারে
অসহায় থাকিবে কেমনে?
কাছে থেক সব
যত দিন থাকে সে ভুবনে।

১২

তোমরা সকলে
একমাত্র মানবের প্রাণ;
নিজ প্রাণ দিয়া
সাধ সদা তাদের কল্যাণ।

১৩

তোমাদের মত
মানবের জগতে কে আছে;
বিপদে সম্পদে
আজীবন থাক পাছে পাছে।

১৪

তার স্মৃতি তুলি
তোমরা যে কেবল কাঁদাও;
তাতে কিছু নাই
ক্ষতি মম, ভালবাসি তাও।

১৫

কে বলিতে পারে
কত সুখ আছে আঁখিজলে;
অলি শুধু জানে
কত মধু কমলের দলে!

৮ মার্চ্চ—১৮৯২;
টাকী।

পত্রের প্রত্যুত্তর।

"Whatever else I see, I still see thee;
I shut my eyes to see naught else but thee"
—*Kemble.*

১

এ জীবন তোমার চরণে,
বহুদিন দিয়াছি ডালিয়া;
তাও কি বোঝা'তে হবে, আজও অবুঝ রবে,
জানিলে না কাঁদি সদা তোমার লাগিয়া?

২

একেত সে সোহাগের হাসি,
অতীতের গাঢ় আলিঙ্গন,
অর্দ্ধস্ফুট আঁখিদ্বয়, প্রেমময় ও হৃদয়,
দহিতেছে দিবানিশি না মানে বারণ ;—

৩

তাতে তব আজিকার চিঠী,
(পেয়ে হৃষ্ট যদিও প্রথমে),
যেমন পড়িনু খুলে, অমনি রে পথ ভুলে,
নিদারুণ শেল হায় ! বিধিল মরমে ।

৪

'চিঠী প'ড়ে করিও না রাগ',
এক কোণে যদিও তাহার,
লেখা ছিল সযতনে, কিনতু কেমনে মনে,
প্রবোধি বলরে আজ হৃদয় আমার ?

৫

একে একে কত শত দিন,
কত শত নব নব আশা,
অনন্ত অতীত সনে, মিশেছিল সঙ্গোপনে,
চিঠী নাই—চিঠী নাই—শুধু ভালবাসা ।

৬

ভাবনায় জর জর দেহ,
উৎকণ্ঠায় আকুল পরাণ ;
কেবল রোদন সার, দিবানিশি হাহাকার,
দিন সহ দুরাশার নিত্য বলিদান।

৭

ভাগ্যে তাই আসিল সে দিন,
চিঠীখানি ক'মাসের পর ;
কিন্তু হায় যাব তরে, প্রাণ সদা কেঁদে মরে,
এ ত সেই চিঠী নয় সুধার সাগর !

৮

একখানা চিঠীর কাগজ,
মোড়কেতে মোড়া চারিধারে ;
বিষ মাখা সব গায়, যত নাড়া চাড়া পায়,
ততই শরীরে পশে সাধ মারিবারে।

৯

অর্থশূন্য—ছাড়া ছাড়া কথা,
ভাষা যেন মিলেও মিলেনি ;
যতবার পড়ি তাই, আঁখিজলে ভেসে যাই,
হেন চিঠী তোমা হ'তে কখন দেখিনি !

১০

“সেই দেখা বুঝি শেষ দেখা,
এই চিঠী শেষ চিঠী মোর,”
কেমনে লিখিলে বল, একবারোসে সকল,
ভাবিলে না প্রাণ কিগো এতই কঠোর ?

১১

যত গাঢ় প্রণয় সেখানে,
স্বার্থত্যাগ, পলে পলে মবা ;
সেখানে কেন গো বল, এত দুঃখ অশ্রু জল,
কেন গো সাধের চাঁদ কলঙ্কেতে ভবা ?

১২

জ্বালা আর জ্বালার উপব,
সোণামুখী দিও না দিও না,
তুমি যদি জ্বালা দিবে, তবে বল কে‘ বহিবে,
জুড়া’তে প্রাণের ক্ষত মনেব বেদনা !

১৩

সহিয়াছ সংসারের ক্লেশ,
সহিয়াছ লোকের গঞ্জনা ;
অনায়াসে মোর লাগি, হয়েছ সর্ব্বস্বত্যাগী,
তবু আজো ভালবাসা আশার ছলনা ?

১৪

নাহি সাধ বাধা দিতে আর,
থাক সদা যথা প্রাণ চায় ;
ভুলে যদি সুখী হও,   তবে প্রিয়ে ভুলে রও,
কাঁদিয়ে জুড়াব হিয়ে যখন যেথায়।

২১ সেপ্টেম্বর—১৮৯৪ ;
কলিকাতা।

তোরে কে না ভালবাসে ?

"Where perhaps some beauty lies,
The cynosure of neighbouring eyes."
—*Milton.*

তুই ত স্বর্গের ধন ন'স জগতের !
বুঝি কোন দেবতার অভিশাপ বলে,
অনুল্লঙ্ঘ্য কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে নিজের
আসিয়ে ফুটিলি এই পাপ মহীতলে।
সে দেশের গন্ধ আজো বয় তোর গায়,
তোরে দেখে কত শত কথা পড়ে মনে ;
পরাণ মাতিয়ে উঠে কোথা চ'লে যায়,
সাধ করে প'ড়ে থাকি সদাই চরণে।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আর স্থিরতা নিচয়,
ব্রীড়া ভালবাসা নব প্রেমিকের প্রাণ ;

যেথানে আছিল যত ল'য়ে সমুদয়,
তোর দিব্য দেহখানি হয়েছে নির্ম্মাণ।
এক মাত্র আলো তুই গাঢ় অন্ধকারে,
তোরে কে না ভালবাসে এ বিশ্ব মাঝারে?

২৭ জুলাই – ১৮৯৬;
কলিকাতা।

শোকাশ্রু। *

"He woke, he rose, he spread his arms abroad
Crying with a loud voice 'A sail! a sail!
I am saved;' and so fell back and spoke no more."
—*Tennyson.*

১

আর কি জীবনে কাজ,
মাথায় পড়েছে বাজ,
নয়নের মণি নাকি নাইরে নয়নে;
আঁধারিয়ে দশ দিশি,
গেছে নাকি শূন্যে মিশি,
উদিবেনা আর পুনঃ নীলাঁখি গগনে!

* টাকী নিবাসী পরম হিতৈষী শ্রদ্ধেয় বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রক্তপিত্ত রোগে গত ১৮৯৪ সালের ৯ই জুলাই রাত্রি ২ ঘটিকার সময় মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহারই মৃত্যুপলক্ষে এই কবিতাটি রচিত হয়।

২

যত আশা অভিলাষ,
হৃদয়ে করিত বাস,
সব আজ একসাথে হইল বিলীন ;
উঠিবে না হৃদি মাঝে,
আর তারা নব সাজে,
আশাহীন—লক্ষ্যহীন—রব চিরদিন !

৩

তুমি চারু চলে গেলে,
আমাদিগে একা ফেলে,
নিদয় নিঠুর হ'য়ে পাষাণ মতন ;
তোমারে বিদায় দিয়ে,
থাকি ঘরে কারে নিয়ে,
ভাবিলে না একটুও নয়ন রঞ্জন ?

৪

তোমার শরীর 'পর,
কত দেহ করি ভর,
নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল আশায় মাতিয়ে ;
আজি আহা অকস্মাৎ,
একেবারে ভূমিসাৎ,
করিলেগো তাহাদিগে দেখনা চাহিয়ে।

৫

ভুলিলে কি একেবারে,
ভাই বন্ধু পরিবারে,
দেখনা কাঁদিছে তারা করি হাহাকাব ,
কভু ত ছিলে না হেন,
তবে আজি হ'লে কেন,
উঠ উঠ মুছে দাও নয়ন আসাব ?

৬

মনে কি হয়েছে ঘৃণা,
গেল না মরণ বিনা ,
তুমি ত দেখনি আহা জগত কেমন ;
এক পা না প্রবেশিতে,
দুটী কথা না বলিতে,
অরুচি বিরক্তি কেন হ'লগো এমন ?

৭

যারে কত ভালবাসি,
হাসিতে প্রাণেব হাসি.
সেই তব দাদা কাঁদে ধূলায় পড়িয়ে ;
চাহিয়ে দেখনা আর,
এ কেমন ব্যবহাব,
কাঁদিতে বারণ কর দাদারে ডাকিয়ে !

৮

সে উদ্যম সে উল্লাস,
সে গভীর সুখ আশ,
কোথা তব গেল আজ দেখনা ভাবিয়ে ;
প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি,
তোমার অদম্য স্ফূর্ত্তি,
আজো আহা স্মৃতিপথে রয়েছে জাগিয়ে !

৯

জনমি দীনের ঘরে,
কত কষ্ট অকাতরে,
স'য়ে তবু প্রিয়তম ভোলনি কখন,
করিতে কর্ত্তব্য শিক্ষা,
দয়া ধর্ম্ম প্রেম ভিক্ষা,
দেখা'তে কিসের লাগি মানব জীবন !

১০

পুস্তকে যতন এত,
আর কারো দেখিনেত,
তারা সব হেথা হোথা পড়িয়ে কোথায় ;
কেন এত অনাদর,
আজিকে তাদের 'পর,
লও লও বুকে তুলি দেখি পুনরায় ?

১১

উদার সরল কত,
ছিলে আহা অবিরত,
এ কালের নও তুমি ছিলগো ধারণা ;
পরের দেখিলে দুঃখ,
ফেটে যেত হৃদিটুক,
পরের মঙ্গল কল্পে সতত বাসনা।

১২

নাহি ছিল অভিমান,
ভাল মন্দ তুচ্ছ জ্ঞান,
সবারে সমান ভাবে করিতে যতন ;
যে দেখিত একবার,
ভুলিত না কভু আর,
করিতে তাদের সদা আনন্দ বর্দ্ধন।

১৩

যেখানে যেমন আহা,
সেখানে ছিলেগো তাহা,
কি দেশী বিদেশী সনে যতনে মিশিতে ;
তোমারে লইয়ে সবে,
ছিল কত সুখী ভবে,
যুবক বালক বৃদ্ধ বালিকা বনিতে।

১৪

আজি দেখ তোমা তরে,
সব আহা কেঁদে মরে,
স্বদেশ বিদেশ দুই বড়ই মলিন ;
কারো মুখে কথা নাই,
সকলে অধীর ভাই,
কি পাপে তাদের ছিল এ দুঃখের দিন ?

১৫

সত্য কি তোমার সনে,
আর সুখ সম্মিলনে,
ভাসিব না কখনও আনন্দ সাগরে ,
মরণের পর পাব,
নাই কিগো দেশ আর,
এ জন্মের কথা সেথা থাকে না অন্তরে ?

১৬

তুমি আজ অনায়াসে,
ছিঁড়ে দিলে কার আশে,
জনমের মত আহা মায়ার শৃঙ্খল ,
জানি না তোমার মায়া,
ছেড়েও নশ্বর কায়া
পারিব ছিঁড়িতে কিগো অচল অটল ।

১৭

যতদিন বেঁচে রব,
সদা গাব নাম তব,
সজনে বিজনে আর সংসার কান্তারে ;
দেখিব আমার সনে,
কেঁদে কেঁদে কয় জনে,
ভাসায় ধরণীতল নয়নের ধারে।

১০ জুলাই—১৮৯৪ ;
কলিকাতা।

বিরহিণী।

" The rose is sweetest wash'd with morning dew,
And love is loveliest when embalmed in tears "
—*Scott.*

কাবে চাও এক মনে হেথায় আসিয়া,
অলস অবশ ভাবে থাক প্রতীক্ষায়,
মুহুর্মুহুঃ ফেল শ্বাস কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
বিবর্ণ মলিন দেহ গভীর চিন্তায় ?
গেছে বুঝি কেহ চ'লে তোমায় ফেলিয়া,
বহুদূরে অবিরাম করে অবস্থান :
তাই তব হেন সাজ তাহার লাগিয়া,
কোমল হৃদয় খানি ফেটে খান খান !

বিরহ কি শুধু দুঃখ অশ্রু বিমোচন,
জীবনের অকৃত্রিম প্রেমের উচ্ছ্বাস,
চারিদিকে আহা উহু বিকট স্বপন,
অসুখ অশান্তি আর শুধু হতাশ্বাস ?
জান না কি দুঃখে শিক্ষা সুখের সন্মান,
আঁধারে নির্ভর করে আলোকের জ্ঞান ?

৪ অক্টোবর—১৮৯৪,
মুকুন্দপুর।

অভিমানে।

"'Tis thus the world rewards the fools
That live upon her treacherous smiles,
She leads them blindfold by her rules,
And ruins all that she beguiles."
—*Cowper*

১

জীবনের চেয়ে
সদা ভাল বাসি গো যাহারে,
যার সুখে সুখ
দুঃখে দুঃখ জনমে সংসারে ;

২

যারে পেলে আর
কিছু নাহি চাহি গো হেথায়,
যেন বোধ হয়
স্বর্গ খানা নেমেছে ধরায় ;

৩

যাব মুখ খানি
না হেরিলে তিলেকের তরে,
সদাই বিষাদে
ফোটা ফোটা আঁখিধারা ঝরে ;

৪

তার কি না আজ
এই ঘোর নিদয় ব্যভাব ;
বুকেতে বসিয়ে
গলদেশে আঘাত ছোরার !

৫

বুঝেছি বুঝেছি
এ জগতে ভালবেসে কারে (৩),
কোলেতে করিলে
দংশে জোরে হিয়ার মাঝাবে।

৬

তাই আজ হ'তে
স্বাবলম্ব শিখিব যতনে ;
দেখি পারি কি না
বাঁচিবারে তাহার বিহনে।

৭

যাব উভয়ের
ভালবাসা একেবারে ভুলে ;
কাঁদিব না বৃথা
ভাঙ্গাঘরে তার নাম তুলে।

৮

চাব নাকো আর
এ জীবনে কভু তার পানে ;
মন সাধ যত
মিটিয়াছে তারে প্রাণ দানে।

৯

নিকটে আসিলে
চ'লে যাব ফিরা'য়ে বদন ;
কব নাকো কথা
জানাবো না প্রাণের বেদন।

১০

চলিব সংসারে
দৃঢ়রূপে বাঁধিয়ে হৃদয়
যে বলে বলুক
মূঢ় মোরে পাষাণ নিদয়।

১১

যদি পুনরায়
কাঁদে আহা আমার লাগিয়ে,
ভাল শোধ দিব
একেবারে পদাঘাত দিয়ে।

১২

যেখানে সে থাকে
শত ক্রোশ রহি দূরে তার,
যাবৎ বাঁচিব
একা বব' হৃদয়ের ভার।

১৩

যে পথে যে গেছে
অবিরত ঘুরিত সংসারে,
সে পথে সে গেছে
ফিরিব না কি আলো আঁধারে।

১৪

যে বাতাস বয়
গন্ধ নিয়ে তাহারি গায়ের,
দিব না লাগিতে
গায়ে আর লাগিয়াছে ঢের।

১৫

মনকে বুঝাব
কত শত আশ্বাস বচনে ;
শান্তির আশায়
শান্তিময়ে ডাকিব যতনে।

১৬

নির্ব্বেদ শিখিয়ে
খোলা প্রাণে কত কি গাহিব ;
বিজনে বসিয়ে
একা একা কত কি ভাবিব।

১৭

প্রণয়ের যাহা
পরিণাম তাই হবে হায় !
সুধা ভ্রমে বল
বিষ খেলে কে বাঁচে কোথায় ?

১৮

বুঝিতে পারিনি
তাই ব'লে হেন সাজা আজ ;
সাধ ক'রে আর
ফিরিব না সংসারের মাঝ।

১৯

সম্পর্ক সম্বন্ধ
আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতা যত,
সব তুলে দিব
সে থাকিবে শুধু তার মত।

২০

দেখিয়া শিখিতে
জগতের কোন কিছু নয় ;
ঠেকিতে পারিলে
বুঝা যায় ভাল সমুদয়।

২১

মানব জীবনে
কত সুখ ভেবেছিনু মনে ;
বুঝি পুণ্য ফলে
পেয়েছিনু এ হেন রতনে।

২২

কিন্তু আজ দেখি
এ জনম দুঃখের আগার ;
শুধু মরীচিকা
চারিদিকে হা হুতাশ সার।

২৩

হেথা যত আসে
কেহ নয় সুবুদ্ধি প্রখর ;
ভবিষ্য ভাবিয়ে
কর্ম্মক্ষেত্রে নহে অগ্রসর।

২৪

সুখের আশায়
অবিরাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
আপনার জ্বালা
শুধু আনে আপনি ডাকিয়া।

২৫

ভাবে না বারেক
একা আসা একা যা'য়া সার,
দুদিনে ফুরাবে
দুদিনের দুঃখ হাহাকার।

২৬

হা হুতাশ করে
কাঁদে সদা অতীত স্মরণে,
দেয় গো ধিক্কার
মোর মত নিজের জীবনে।

৫ আগষ্ট—১৮৯৩;
কলিকাতা।

তবু মনে পড়ে।

"All thoughts, all passions, all delights,
Whatever stirs this mortal frame,
All are but ministers of Love
And feed his sacred flame."

—*Coleridge.*

প্রতিজ্ঞা করেছি কত কভু তারে আর,
ভাবিব না এ জীবনে ক্ষণেকেবো তরে;
তবু তারে মনে পড়ে অজ্ঞাতে আমার,
নিমেষে নিমেষে আহা আঁখি জল ঝরে!
তার সেই সৌম্যমূর্ত্তি শান্তি নিকেতন,
প্রণয়ের কথাগুলি শ্রবণ মধুর,
ভুলিতে পারিব না কি জগতে কথন,
হবে না সে চিত্র আর চিত্ত থেকে দূর?

এত ক্রোশ ব্যবধান মাঝে দুজনার,
তথাপি তাহার নাম জাগ্রত হৃদয়ে;
রক্ত মাংস সনে সে যে মিশে অনিবার,
প্রবাহিত সর্ব্ব অঙ্গে নীরবে নির্ভয়ে।
ভস্মে পরিণতি ভিন্ন নাহি অবসান,
অথবা তাতেও বুঝি রবে বিদ্যমান!

২০ জুলাই—১৮৯৬;
কলিকাতা।

হেম! তুমি কি আমার?

"Man is for woman made,
And woman made for man;"

—*Motteux.*

১

হেম! তুমি কি আমার?
সেই দিন শুভক্ষণে, প্রিয়তমে পড়ে মনে,
প্রথম মিলন সবে হ'ল দুজনার;
বাঁধাবাঁধি হাতে হাতে, দুজনায় এক সাতে,
সে দিন হইতে আমি ভাবি বারেবার,
হেম! তুমি কি আমার?

২

হেম ! তুমি কি আমার ?
সদাই লোকের মুখে, শুনি আমি সুখে দুঃখে,
তুমি ত আমারি হেম নহ আর কার ;
তবু ত বোঝে না মন, তাই ভাবি অনুক্ষণ,
তুমি কি আমারি সেই হেম-লতা-হার ?
হেম ! তুমি কি আমার ?

৩

হেম ! তুমি কি আমার ?
এতই যে নিরমল, প্রণয়ের শতদল,
সংশয়ের কীটে ভরা তাও চারি ধার !
আজও আজও মোর, ভাঙ্গেনি কি ঘুমঘোর,
তোমার উপর কিছু নাই অধিকার ?
হেম ! তুমি কি আমার ?

৪

হেম ! তুমি কি আমার ?
আকাশে দেখিলে পাখী, তার পানে চেয়ে থাকি,
ভাবি বুঝি নিয়ে এল বারতা তোমার ;
কত যে সন্তাপহরা, তার ডাক সুধা ভরা,
জানে যারা মোর ন্যায় দাস অপেক্ষার !
হেম ! তুমি কি আমার ?

৫

হেম ! তুমি কি আমার ?
চাঁদিমা উঠিলে বেতে, তাড়াতাড়ি ছুটে যেতে,
প'ড়ে গিয়ে ব্যথা পাই কত শত বার ;
তবুও বাজে না প্রাণে, চ'লে যাই তাব পানে,
সুধাই বলিতে পারে কথা দেবতার !
হেম ! তুমি কি আমার ?

৬

হেম । তুমি কি আমাব ?
বাগানে ফুটিলে ফুল, হয় মোর কত ভুল,
ছুটে যাই তুমি ব'লে নিকটে তাহার ;
তোমারি গায়ের গন্ধ, নিয়ে আহা মৃদু মন্দ,
বাতাসেব সনে সে যে খেলে অনিবার ।
হেম । তুমি কি আমাব ?

৭

হেম ! তুমি কি আমাব ?
এ সংসাব কর্ম্মস্থলে, কত লোকে কত বলে,
তবুও তোমার তরে ঘুরি অনিবার ;
তোমা ছাড়া কিছু নাই, যখন যে দিকে চাই,
তোমাবি অস্তিত্ব তায় দেখি বার বার ।
হেম ! তুমি কি আমার ?

৮

হেম! তুমি কি আমার?
তোমারে হইলে হারা, দারুণ পাগল পারা,
হ'য়ে আমি করি শুধু ঘোর হাহাকার;
কিছুই লাগে না ভালো, তুমি ত প্রাণের আলো,
সব দেখি একেবারে নিবিড় আঁধার।
হেম! তুমি কি আমার?

৯

হেম! তুমি কি আমার?
রাত দিন খেটে খুটে, প্রাণপণে আসি ছুটে,
তোমারে দেখিব ব'লে প্রেম পারাবার;
যখন যেখানে থাকি, মনে মনে সদা ডাকি,
তবে কেন এ নিগ্রহ ঘৃণা তিরস্কার।
হেম! তুমি কি আমার?

১০

হেম! তুমি কি আমার?
পরাণে সতত সাধ, স'য়ে শত অপবাধ,
তোমারে রাখিগো চেপে বুকের মাঝার;
নিকটে থাকিলে তবু, পিপাসা মিটে না কভু,
বোধ হয় কত দূরে আছ অভাগার।
হেম! তুমি কি আমার?

১১

হেম ! তুমি কি আমার ?
তোমার সে হাসি রাশি, সেই ভাল বাসাবাসি,
ভুলিব কি এ জনমে তা কি ভুলিবার !
কি যে সঞ্জীবনী মন্ত্র, জান তুমি বেদ তন্ত্র,
কিছুই বুঝিনে আমি অবোধ অসার।
হেম ! তুমি কি আমার ?

১২

হেম ! তুমি কি আমার ?
কত কি যে আশাভরে, দিয়েছি তোমার করে,
নীরবে নীরবে এই হৃদি উপহার ;
বোঝনি কি সে সকল, তাই এত আঁখিজল,
অভিমান অনাদর মিথ্যা অহঙ্কার ?
হেম ! তুমি কি আমার ?

১৩

হেম ! তুমি কি আমার ?
কোথায় কাহার কাছে, রেখে তোমা তৃপ্তি আছে,
কে বল গো হ'তে পারে তোমার আধার !
রাখিলে বুকের তলে, তবু ভাবি পলে পলে,
ফাঁকি দিয়ে গেলে বুঝি দূর দূরন্তার।
হেম ! তুমি কি আমার ?

১৪

হেম! তুমি কি আমার?
জগতের হাসি খেলা, সুখ দুঃখ প্রেম মেলা,
তোমারে লইয়ে শুধু যেন তুমি সার;
তুমি কেন্দ্র কর্ত্তব্যের, শিক্ষা দীক্ষা বন্ধনের,
তোমাতেই বাঁধা মম নিখিল সংসার।
হেম! তুমি কি আমার?

১৫

হেম! তুমি কি আমার?
বুঝেও বুঝ না কেন, আজও অবুঝ হেন,
ভুলে গেলে বলিয়াছি কত শত বার!
হব নাকো প্রিয়তমে, আর কারো এ জনমে,
সুখে দুঃখে চিরদিন রবগো তোমার।
হেম! তুমি কি আমার?

১৬

হেম! তুমি কি আমার?
আরাধ্যার মত সেবি, হৃদয় মন্দিরে দেবী,
সংসারের ঝড় বৃষ্টি সব' অনিবার;
কেন আর লাজ ভয়, জাননা জগতময়,
'তুমি আমি' দুটি নিয়ে বসন্তবিহার?
হেম! তুমি কি আমার?

১৭

হেম! তুমি কি আমার?
সদা ডাকি বিধাতারে, তোমা আমা একাধারে,
রেখে দিন এইরূপে জগত মাঝার;
যে বন্ধনে বাঁধা আছি, দোঁহে এত কাছাকাছি,
জীবন মরণে যেন টুটেনাকো আর।
হেম! তুমি কি আমার?

২৮ জুন—১৮৯৬,
কলিকাতা।

ভুলে যাও।

"—The love of women it is known.
To be a lovely and a fearful thing"
—*Byron.*

ভুলে যাও মাথা খাও আর মনে ক'রো না,
সুখে থাক' কেঁদ নাক' আর জীয়ে ম'রো না।
দেখা হ'লে যেয়ো চ'লে আর ফিরে চেয়ো না,
দোষ কিছু নাই পিছু আর কথা ক'য়ো না।
কারো কাছে দিব্যি পাছে আর মোরে সুধো না,
নিজ সুখ হাসি মুখ আর নিজে রুধো না।

অভিমানে প্রাণ দানে আর রাগে ফুলো না,
ভেবে আশা ভালবাসা আর ক্ষোভ তুলো না।
প্রেম-গাথা মুণ্ড-মাথা আর কভু গেয়ো না,
প্রেম-সরে আশা-ভরে আর কভু নেয়ো না।
প্রেম-বাস ছাই-পাঁশ আর গলে দিয়ো না,
প্রেম-সুধা জীব-ক্ষুধা আর কভু পিয়ো না।
লক্ষ্যহীন উদাসীন আর তুমি থেকো না,
একটানা প্রাণখানা আর তুমি রেখো না।
দীনস্বরে সকাতরে আর কারে সেধো না,
ঘুমঘোরে প্রেমডোরে আর কারে বেঁধো না।

৭ মে—১৮৯৩ ;
মুকুন্দপুর।

ফুল-শয্যা।

" He is the half part of a blessed man,
Left to be finished by such as she ;
And she a fair devided excellence.
Whose fulness of perfection lies in him.
Oh, two such silver currents when they join,
Do glorify the banks that bound them in."
—*Shakespeare.*

১

জীবনের প্রথম বসন্তে,
বুঝি ছিল বিধাতার সাধ ;
দুটি হিয়া এক ক'রে তাই,
করিবেন শুভ আশীর্ব্বাদ।

২

অগ্রসর তাঁহারি আদেশে,
সংসারের রঙ্গভূমি মাঝে,
দুটি ক্ষুদ্র বালক বালিকা,
আজি নব বরবধূ সাজে।

৩

তাঁরি খেলা খেলিবে দুজনে,
তাঁরি পদে রাখি দেহ মন;
মাখিবে না ধূলিকণা যত,
প্রীতিময় করিবে ভুবন।

৪

রবে আহা একের পরাণে,
ভর দিয়ে অন্যের পরাণ;
দুজনার সুখে দুঃখে হবে,
দুজনার সুখ দুঃখ জ্ঞান।

৫

দুঁহু দোঁহা মুখ পানে চেয়ে,
এ সংসারে রবে চিরদিন;
চিরসাথী আপদে সম্পদে,
কখনও হবে নাকো ভিন।

৬

দুজনায় ছিল নাকো কিছু,
আগেকার চেনা পরিচয় ;
আর আজ সম্বন্ধ সম্পর্ক,
যত কিছু সব দোঁহে রয়।

৭

দু দেশের দুটি পাখী যেন,
কালবশে বাঁধা এক সাথে ;
এক বুলি এক গাথা গান,
দোঁহে মিলি গা'বে দিনরাতে।

৮

পরস্পর পাশাপাশি হ'য়ে,
ধরি দোঁহে এ উহার কর,
প্রবেশিবে সংসার মাঝারে, ,,
আনন্দের নব বধূবর।

৯

দুজনার অধরের ধারে,
স্বরগের হাসি ক্রীড়া করে ;
আহা কিবা সলাজ সুন্দর,
অতুলন জগত ভিতরে।

১০

সকলেই আনন্দে বিভল,
উপহাস রঙ্গ করে কত ;
বরবধূ তারা ছুজনায়,
লাজ ভরে আরো অবনত।

১১

ভাবনায় ঢেকেছে পরাণ,
আজি আহা প্রথম জীবনে,
হৃদ হৃদে প্রেম আলিঙ্গন,
পরস্পর হইবে ছুজনে।

১২

কত তর্ক বিতর্কের পর,
সাহসেতে দোঁহে বাঁধে বুক ;
কিন্তু হায় ! পলকে হারায়,
পলকের সে সাহস টুক।

১৩

ফুলে ফলে প্রকোষ্ঠ সাজান,
চারিদিকে শুধু ফুলমেলা ;
সুবাসেতে মাতায় পরাণ,
যেন সব স্বরগের খেলা।

১৪

চারিদিকে মধুরিমাময়,
সুখ শান্তি প্রীতি বিকশিত ;
চারিদিকে হাসি রহস্যের,
অগণন ঢেউ উচ্ছলিত।

১৫

মাগি বর বিধাতার কাছে,
যেন তাঁর তনয় তনয়া,
সংসারের পাপ কালিমায়,
হয় নাকো রঞ্জিত হৃদয়া।

১৬

প্রাণ মন দিয়ে যেন দোঁহে,
হাসি মুখে যাবত জীবন,
এ সংসারে তাঁহারে পূজিয়ে,
মর লীলা করে সমাপন।

১৭

শিখে যেন প্রেম ভক্তি জ্ঞান,
কর্ত্তব্যের মাহাত্ম্য সুন্দর ;
নর নারী আদর্শ হইয়ে
শোভা পায় দোঁহে নিরন্তর।

১৯ এপ্রেল—১৮৯৬,
কলিকাতা।

প্রণয়ের ইতিহাস।

" The world uncertain comes and goes,
The lover rooted stays. "

—*Emerson* .

প্রণয় অঙ্কুর এক হৃদয় উদ্যানে,
রোপি সদা আঁখিজল সেচিতাম তাতে,
পালিতাম অতি স্নেহে অতি সাবধানে,
এক মনে অন্য কাজ ফেলি দিনরাতে।
যখন বাড়িল আমি আশায় মাতিয়া,
ভাবিলাম এ জীবন আরামে কাটিবে ;
শত শত ফল পুষ্পে ভূষিত হইয়া,
নিবারিবে কষ্ট মম শান্তি বিধায়িবে।
কিন্তু হায়! একটিও কুঁড়ি কিম্বা ফল,
না ধরিল অসময়ে আমারে তুষিতে ;
আঁখিজল যত্ন শ্রম সকলি বিফল,
তবুও সাহস নাই তারে উপাড়িতে।
হৃদয়ের সর্ব্বস্থলে গেছে মূল তার,
পাছে ভয় হৃদি হয় ভেঙ্গে চূরমার।

৩১ ডিসেম্বর—১৮৯৫ ,
কলিকাতা।

নীরব নিশীথে।

"Hail universal Lord ! be bounteous still
To give us only good ; and if the night
Have gathered aught of evil, or concealed,
Disperse it, as now light dispels the dark."

—*Milton.*

১

"দিব না দিব না প্রাণেশ আমার,
কেড়ে নিয়ে যেতে জীবনধন ;
কত পুণ্য ফলে পেয়েছিরে কোলে,
আজি নাথ আমি হেন রতন।

২

"রূপের প্রভায় আলো ক'রে আছে,
দেখ না চাহিয়ে আঁধার ঘর ;
উঠেছে পরাণে আশার রেখা,
ক'রো না ক'রো না উহারে পর।

---

* যদুবংশীয় বসুদেবের সহিত মথুরাধিপতি কংসের ভগিনী দেবকীর বিবাহকালে,'দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র হস্তে তাহার প্রাণ নাশ হইবে' এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া কংস ভগিনী ও ভগিনীপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং একে একে তাঁহাদিগের ছয়টি পুত্র বিনষ্ট করিয়াছিল। সেই জন্য অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে বসুদেব ভগবানের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে বৃন্দাবনে নন্দ ঘোষের বাটিতে রাখিয়া তাহার সদ্যপ্রসূতা তনয়াকে লইয়া আইসেন। এই ঘটনা অবলম্বনে এই কবিতাটি রচিত হয়।

৩

"যতেক যন্ত্রণা পাপীর মন্ত্রণা,
কিছুই এখন নাইরে মনে ;
নয় কারাগারে, অতুল আমোদে
গেহে আছি যেন তোমার সনে।

৪

"জ্বালার উপরে দিওনাকো জ্বালা,
স্নেহের পুতলী থাক্‌না কোলে ;
মারিবে না দাদা কখন ইহারে,
দেখিলে যে দুঃখে পাষাণ গলে।

৫

"তোমার মতন কঠিন হৃদয়,
নাহি আর কেহ জগতীতলে ;
সাধ ক'রে হায় সোণার জিনিষ,
বিলা'য়ে দিতে কে অপরে বলে !

৬

"কাঙ্গালের ধন নয়নের তারা,
হৃদয়ের হার অন্ধের নড়ি,
আঁধারের আলো নিরাশার আশা,
আকাশের চাঁদ সুখের খড়ি।

৭

"ইহার বিহনে রবে না জীবন,
নারিব সহিতে হৃদয় ভার।
যেওনাকো নাথ যেওনা লইয়ে,
ক'রো না ইহারে যমুনা পার।

৮

"শুনো না শুনো না ভেবো না ভেবো না,
ও নয় সত্য আকাশবাণী;
বিপদের কালে বিপদ যে আসে,
অনন্ত অনন্ত তাইরে জানি।

৯

এরূপে কত যে দুঃখী বসুদেবে,
দুঃখিনী দেবকী কাতরে কয়;
একে একে কটা গেছে বাছা তাই,
কোল ছাড়া তারে করিতে ভয়।

১০

দেবকীর হেন মনের বিকার,
হেরে বসুদেব নীরবে কাঁদে;
ভাবে অমানিশি কবে যে পোহাবে,
দেখিবে উদিতে সে সুখ চাঁদে।

১১

সরল সুজন দেব বসুদেব,
মনেতে চাপিয়ে মনের ব্যথা,
হাসি হাসি মুখে প্রফুল্ল অন্তরে
কন দেবকীরে কতই কথা।

১২

"প্রেয়সী লো মম কেঁদনা কেঁদনা,
দাও গো বিদায় পরাণে হাসি;
এ ঘোর দুঃখের হবে অবসান,
গোকুলে আজিকে রাখিয়ে আসি।

১৩

"কাঁদিয়ে কি হবে বুঝিয়ে বুঝ না,
তাঁহারি চরণ কর গো সার;
সে জন বিপদ আপদে সম্বল,
নেমে যাবে তবে হৃদির ভার।

১৪

"কায়মনোবাক্যে জপগো তাঁহারে,
দিবেন আশ্রয় বিপদকালে;
বিপত্তিবিনাশী তিনি গো প্রেয়সী,
লিখেছেন এত তিনি ত ভালে।

১৫

"তাঁহারি খেলার পুতলী আমরা,
যেমন রাখেন তেমনি থাকি ;
নীরবে নীরবে তাঁহারই কাজ,
করি শুধু মন তাঁহাতে রাখি।

১৬

"জীবনেব স্থত হইলে প্রসূত,
শুনিলে তুমি যে আকাশবাণী ;
হেন মনে লয় মিথ্যা নাহি হয়,
সত্য ব'লে আমি মনেতে মানি।

১৭

"বাঁচিতে ধবায় এসে থাকে যদি,
বাঁচিবে নিশ্চয় যেখানে থাকে ;
কেঁদ না কেঁদ না কেঁদ না দেবকী,
ল'য়ে যাই আজ গোকুলে তাকে।

১৮

"নন্দালয়ে তব বাড়িবে তনয়,
কংসেরে নাশিবে সময় পেলে ;
এ ঘোর যন্ত্রণা সব যাবে ঘুচে,
সুখী হবে পুনঃ অসুখ ফেলে।

১৯

"একাকী নীরবে থাক' কারাগারে,
আসিব ফিরিয়ে আবার ত্বরা ;
প্রাণ একেবারে দুঃখে ফেটে যায়,
আছি যেন হ'য়ে জীয়ন্তে জ্বরা।

২০

"পুরুষ বলিয়ে বলিতে পারিনু,
এত কথা আজ তোমায় প্রিয়ে ;
নিদয় নিঠুর জগতে পুরুষ,
প্রাণ গড়া তার পাষাণ দিয়ে।

২১

"ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ভাবি,
বড়ই আজিকে কাতর হই ;
দুঃখের জনম দুঃখেতে কাটিল,
সে সব কেমনে কাহারে কই।

২২

"বিফল ভাবনা ;—থাক' বুক বেঁধে,
চ'লে রাজপথে একাকী যাই ;
ঘুমা'য়ে এখন দ্বারী দ্বারবান,
নতুবা আশায় পড়িবে ছাই।

২৩

ঘোর অন্ধকার দৃষ্টি নাহি চলে,
রজনী দুপুর হয়েছে পার ;
মানস পূরা'তে আজিকে গোকুলে ;
কেমনে যাইবে ভাবনা সার।

২৪

নীরব অবনী, নীরব মানব,
নীরবে ঘুমায় প্রকৃতি সতী ;
ফোটা ফোটা ক'রে বৃষ্টি পড়ে শুধু,
চমকে চপলা ত্বরিত গতি।

২৫

পশুপাখীগণ সবাই নিদ্রিত,
কেহ না জাগিয়ে বিপুল ভবে ;
শুধু রে দেবকী দুঃখী বসুদেব,
দোঁহার জাগিয়ে কাঁদিতে হবে !

২৬

প্রিয়ারে বুঝা'য়ে সান্ত্বনা বচনে,
প্রাণের তনয়ে কোলেতে ল'য়ে,
যায় বসুদেব কারাগার হ'তে,
সুখের আশায় উধাও হ'য়ে।

২৭

নহেরে ব্যাকুল এ ঘোর দুর্য্যোগে,
চলিল সাহসে করিয়া ভর ;
দেখিল নয়নে সবে অনুকূল,
হৃদি মাঝে আর নাহিক ডর।

২৮

চারিদিক হ'তে যেন সমস্বরে,
বলিল সবাই কেঁদ না আর ;
বিধি অনুকূল যাহার উপর,
কাঁদা'তে তাহার শকতি কার।

২৯

কংস ধ্বংস হবে জানিও এবার,
তোমারি তনয় মারিবে তায়,
আনমনে আজ যাও গো লইয়ে,
কোলেতে করিয়ে গোকুলে যায়।

৩০

অনাদি অনন্ত মহান্ পুরুষ,
ঘুচা'তে ভবের দারুণ জ্বালা,
জন্ম নিয়েছেন দেবকী জঠোরে,
তাই হেন সুত পেয়েছে বালা।

৩১

দেখিতে দেখিতে দুঃখী বসুদেব,
উপনীত হ'ল যমুনা তীরে ;
ভাবিল কেমনে নদী হবে পার,
তনয়ে রাখিয়ে আসিবে ফিরে।

৩২

তৃতীয় প্রহর রজনী এখন,
কোথা বা পাটনী কোথা বা আছে ;
ডাকিল কাতরে শ্রীমধুসূদন,
রক্ষা কর আজি বিপদ মাঝে।

৩৩

বিপত্তি বিনাশী শ্রীমধুসূদন
জীবন মরণে সহায় যার,
কিসের বা ভয় জগত মাঝারে,
আপদ বিপদে আবার তার !

৩৪

কাঁদিয়ে ভাবিয়ে পরাণ বিকল,
জড় সড় দেহ ভয়েতে হ'ল ;
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ভবিষ্য ভাবিয়ে,
সেই থানে হায় ! কতই প'ল।

৩৫

দেখিল অদূরে চলেছে হাঁটিয়া,
শৃগাল একটা নামিয়া জলে ;
ফিরে ফিবে চায় পুনঃ চ'লে যায়,
এ ঘোর নদীতে নাহিক টলে।

৩৬

শিবার আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া,
বসুদেব মনে সাহস কত ;
ভাবিল হাঁটিয়া নদী হব' পার,
নাহি আর ভয় আগের মত।

৩৭

আশার সাহসে জলেতে নামিয়া,
হাঁটিল ত্বরিতে পুরা'তে সাধ ;
উপনীত ধীরে নন্দের আলয়ে,
ভাবি পাছে কেহ সাধে বা বাদ।

৩৮

প্রসব জ্বালায় যশোদা কাতরা,
রয়েছে পড়িয়ে মরার মত ;
নীরব নিথব নিস্পন্দ নিশ্চল,
সমস্ত রক্ষক রক্ষিকা যত।

৩৯

মায়ের কোলেতে রহিয়াছে মেয়ে,
লইল তুলিয়ে তনয়ে রেখে ;
পড়িল সলিল আহা কয় ফোটা,
ভবিষ্য ভাবিয়ে নয়ন থেকে।

৪০

হ'য়ো না নরেশ হ'য়ো না কাতর,
বোঝ কি কাহার খেলা এ সব ;
কি করিবে তুমি কি আছে আবার,
জগত মাঝারে শাসনে তব!

৪১

চলগো ত্বরিতে তনয়াকে ল'য়ে,
কংস রাজধানী মথুরা ধামে ;
রজনী যে প্রায় শেষ হ'য়ে এল,
ভয়ে কাঁপে প্রাণ তাহার নামে।

৪২

নিমেষের মাঝে এল বসুদেব,
কংস কারাগারে দেবকী কাছে ;
দেখিল দেবকী কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
সারা হ'য়ে সেথা পড়িয়ে আছে।

৪৩

বলিল ডাকিয়ে রাজা দুঃখিনীরে,
   কেঁদ না কেঁদ না প্রেয়সী আর ;
নীরব নিশীথে করেছি সকল
   কেহ নাহি জানে জেনগো সার।

৪৪

উঠ উঠ প্রিয়ে উঠগো এখন,
   বিধাতার লিপি কে খণ্ডাবে বল ;
পূর্ব্ব জন্মে কত করিয়াছি পাপ,
   এ কঠোর সাজা তাইতে হ'ল।

৮ মার্চ্চ—১৮৯২ ;
টাকী।

যে ক'দিন।

"—This is my choice; for why?—I find
No wealth is like a quiet mind."

—*Dyer.*

যে ক'দিন বেঁচে থাকি, নীরবে নীরবে
যেন এক প্রকৃতির সুদূর প্রদেশে,
জীবনের লীলা খেলা সাঙ্গ করি সবে,
নিজ পথে চ'লে যাই সুখে অবশেষে।

শৈশব হইতে আহা বড় ভালবাসি,
প্রকৃতিব স্নিগ্ধ ক্রোড় মধুর আলাপ ;
তার সেই রূপকথা মৃদু মৃদু হাসি,
কত সুখ দেয় সদা হরে মনস্তাপ।
সুখ-শান্তি-প্রস্রবণ জেনেও ধরায়,
সাধ পূরে কই পারি স্বকার্য্য সাধিতে ;
অনর্থ অর্থের লাগি কাল কেটে যায়,
অসুখ অশান্তি বেড়ে থাকে চারিভিতে।
জীবনের সাধ কিগো হইবে সফল,
প্রকৃতির কাছে গিয়ে পাব দেহে বল ?

২৬ জুলাই -- ১৮৯১ ;
কলিকাতা।

একবার।

"Why Heaven made beauty, like yourself, to view,
Not to be locked up in a smoky mew."

—*Drayton.*

১

যে গান গাহিয়া ছিলে,
গাও তাই একবার ;
দূরে যাক্ হৃদয়ের
গাঢ়তম অন্ধকার।

২

মরমে পশিল ব্যথা,
তাই কি সরে না বাণী ;
শুকাইল যত সাধ,
শুধু সার কাণাকাণী !

৩

ভুলিলে কি সে সোহাগ,
সে আদর আলিঙ্গন ;
হৃদয়ের অন্তস্তলে,
সেই সুখ-আবাহন !

৪

মধুময় সেই স্মৃতি,
সেই গান কণ্ঠস্বর,
আজো যেগো হৃদে আঁকা,
রহিয়াছে নিরন্তর !

৫

কেউ ত বলেনি কিছু,
করেনি আঘাত ঘায় ;
তবে কেন এত ত্বরা,
খেলা ধূলা কর সায় ?

৬

না সাধিতে গেয়ে ছিলে,
আর আজ অনুরোধ ;
গাবে নাকি এত দিনে,
হ'ল তব স্বার্থ বোধ ?

৭

আজো ত বসন্ত আসে,
কারে খুঁজে পাতি পাতি ;
ব্যথা নিয়ে শূন্য প্রাণে,
চ'লে যায় রাতারাতি।

৮

আজো ত ফুলের দল,
হাসি মুখে চেয়ে থাকে ;
তমালের ডালে বসি,
পিউ পিউ পাখী ডাকে।

৯

আজো ত স্বর্গের ঢেউ,
মরতের পানে ধায় ;
অমরের স্নেহরাশি,
মরশিরে ঢেলে যায়।

১০

আজো ত চাঁদিমা আলো,
বিতরে অমৃত ধারা ;
মাঝে মাঝে দেখা দেয়,
করে প্রাণ মাতোয়ারা।

১১

আজো ত গুঞ্জরে অলি,
নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে ফিরি ;
মরমের ব্যথা যত,
জানায় গো বক্ষ চিরি।

১২

আজো ত বাঁচিয়া আছে,
বিরহী বিবাগী যারা ;
নিশি দিন আনমনে,
ফেলে শ্বাস অশ্রুধারা।

১৩

তবে তুমি হ'লে কেন,
বিকৃত এমন তর ;
সহসা কেমন যেন,
অচেনা অজানা পর !

১৪

যে গান গাহিয়া ছিলে,
গাও তাই একবার ;
দূরে যাক্ হৃদয়ের
গাঢ়তম অন্ধকার।

২৩ মার্চ্চ—১৮৯৬
মুকুন্দপুর।

বিদায়।

"To-day, my friend, to-day"
—*Charles Mackay.*

১

আজি ভাই বিদায় বিদায়,
ভুলনা'কো অভাগারে ;
হয় ত বা দেখা পুনরায়,
হ'তে পারে এ সংসারে।

২

যত দিন ছিনু সবে মিলে,
করিয়াছি জ্বালাতন ;
একে একে সব যাও ভুলে,
তাই শুধু নিবেদন।

৩

মমতার সুদৃঢ় বন্ধন,
অনায়াসে দাও খুলে ;
দুদিনের তরে এ মিলন,
হয়েছিল পথ ভুলে।

৪

ভুলে হ'ল জানা পরিচয়,
ভুলে ভাল বাসাবাসি ,
ভুলে এই হৃদি বিনিময়,
ভুলে সেই হাসি রাশি।

৫

ভেঙ্গে দাও সে ভুল আজিকে,
পার' যদি চেয়ে দেখো,
একবার অতীতের দিকে,
স্মৃতিটুকু মনে রেখো।

৬

তাই ত এ প্রীতি প্রণয়ের,
যোগ্যতম পুরস্কার ,
দূরস্থিত বন্ধু বান্ধবের
অলক্ষ্যের উপহার।

৭

পরাধীন এ জীবনে হায়!
  সুখ স্বস্তি কিছু নাই ;
অবিরত পরের কথায়,
  কাল স্রোতে ভেসে যাই।

৮

যতদূরে থাকিনা যখন,
  তোমাদের কথা স্মরি,
করিবগো অশ্রুবিমোচন,
  নিতি নিতি হৃদি ভরি।

১৩ সেপ্টেম্বর—১৮৯৫
কলিকাতা।

